বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬১, সংখ্যা ০৬, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৪, জুন ২০১৭

এ সংখ্যায়

- পাহাড় ধ্বসের উদ্ধার কাজে স্কাউটরা
- এসডিজি বিষয়ক সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ
- একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
- বিপি'র আত্মকথা
- গল্প: মজার স্কুল
- তথ্য প্রযুক্তি
- স্বদেশ-বিবৃতি
- ভ্রমণ কাহিনী
- সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

DESCO

POWER IS YOURS

DHAKA ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED (DESCO)

উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানে ডেসকো অঙ্গিকারাবদ্ধ

- One Point Service এর মাধ্যমে ডেসকো'র সেবা গ্রহণ করুন।
- বিদ্যুৎ বিল সহজতর ও ঝামেলামুক্ত করতে SMS এর মাধ্যমে ডেসকো'র বিল পরিশোধ করুন।
- e-mail অথবা Website এর মাধ্যমে ডেসকো'র নিয়ন্ত্রণাধীন আপনার এলাকার লোড শেডিং এর খবর জেনে নিন।
- গ্রাহক হয়রানী সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করুন।
- আপনার এলাকায় অনুষ্ঠিত গ্রাহক শুনানীতে অংশগ্রহণ করে আপনার সমস্যা ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিদ্যুৎ স্থাপনা আমাদের জাতীয় সম্পদ; দেশের নাগরিক হিসেবে এগুলো রক্ষা করুন।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি প্রতিরোধ করুন: বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- লোড শেডিং কমাতে রাত ৮টার মধ্যে শপিং মল/দোকানপাটসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন; এসি'র তাপমাত্রা ২৫° সে. বা তার উপর রাখুন।
- দোকান, শপিং মল, বাসা-বাড়ীতে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহার করুন।
- কক্ষ/কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করুন।
- দিনের বেলায় জানালার পর্দা সরিয়ে রাখুন, সূর্যের আলো ব্যবহার করুন।
- এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন অপেক্ষা এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় অনেক লাভবান।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন; অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন।

বিদ্যুৎ খরচ কম হলে - আপনার লাভ তথা দেশের লাভ।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬১ ■ সংখ্যা ০৬
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৪
জুন ২০১৭

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

গ্রাফিক্স
মো. জিলানী চৌধুরী

বিনিময় মূল্যঃ বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
probangladeshscouts@gmail.com
bsagrodoot@gmail.com

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

অগ্রদূত প্রকাশনার ৬১ বছর

সম্পাদকীয়

রমযানুল মোবারক। রামাদান মাস মুসলমানদের জন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের সুবর্ণ সুযোগে লাভের অবারিত প্রচেষ্টাময় একটি মাস। এ মাসে মহান আল্লাহ তা'আলার রহমত, বরকত ও মাগফেরাত কামনায় ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা ব্যাকুল হয়ে উঠে। মাসব্যাপী চলে ইবাদত বন্দিগী। রামাদান মাসে রোযা রাখার মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির বন্ধন সমুন্নত হয়। পরিশীলিত হয় ধর্মীয় অনুশাসন ও সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য।

আমাদের কামনা মাহে রমযানের রহমত বর্ষিত হোক আমাদের স্কাউট পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি। সবার জীবনে প্লাবিত হোক পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এর আগাম মোবারক ও খুশি।

সম্প্রতি দেশে পাহাড় ধ্বসে ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে হতাহতের সংখ্যাও বেড়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এখনও পাহাড় ধ্বসের আশংকা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্কাউট সদস্যরা সেবা কার্যক্রমে এগিয়ে এসেছে। দূর্ঘটনাকবলিত উক্ত এলাকা খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে দমকল বাহিনী, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসনের সাহায্য ও উদ্ধারকার্য, সেবা কর্মসূচীর সাথে সাথে উক্ত এলাকায় স্কাউট, রোভার নৌ রোভার স্কাউটারবৃন্দ সম্পৃক্ত হয়। সেবাব্রতের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ স্কাউট-স্কাউটাররা পাহাড় ধ্বস পরবর্তী সড়ক পথ পরিষ্কার ও হতাহতদের সাহায্য কার্যক্রম পরিচালনা করে।

প্রচ্ছদে স্কাউটদের এরূপ কার্যক্রমের ছবি ছাপানো হলো।

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত

প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স
ডিজিটাল আপডেট
মে ২০১৭

২০তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ সম্পন্ন

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ১৮-২০ মে, ২০১৭ তারিখে ৫টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস -এর ২০তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ শুরু হয়:

১. বিগত ২০১৬-২০১৭ বৎসরের জাতীয় ও অঞ্চল পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিস্থিতি মূল্যায়ন;
২. আগামী ২০১৭-২০১৮ বৎসরের জাতীয় ও অঞ্চল পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
৩. অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে ২০২১ সালের গ্রোথ প্লান নির্ধারণ করা;
৪. কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন বিভাগের কর্মসূচি যথাসময়ে বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ;
৫. স্ট্রাটেজিক প্লান - ২০২১ বিষয়ে পর্যালোচনা এবং এর যথাসময়ে বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ ;

ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরের সকল কর্মকর্তা, আঞ্চলিক সম্পাদক,

● ২ পৃষ্ঠার ১ এর কলাম ›››

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

পাহাড় ধ্বসের উদ্ধার কাজে স্কাউটরা	০৩
এসডিজি (SDG) বিষয়ক সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ	০৪
একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ	০৫
মুসলমানদের জীবনে ঈদ-উল-ফিতর	০৬
আত্মকথা – লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল	০৭
মজার স্কুল	০৯
কমিউনিটি স্কাউটিং বিষয়ক ওয়ার্কশপ	১০
স্কাউটদের আঁকা ছবিতে ফুটে উঠে কার্যক্রমের জীবন্ত দৃশ্য	১১
বইপড়া প্রতিযোগিতার মূল্যায়ন ও পুরস্কার বিতরণ	১২
ঢাকা জেলা রোভারের ৪ গার্ল-ইন-রোভারের পায়ে হেঁটে ১৫০ কি.মি	১৩
অনন্য সেবাব্রতী – শেলী ইসলাম	১৫
গার্ল ইন রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণে আর্নিং বাই লার্নিং কোর্স সম্পন্ন	১৬
স্বাস্থ্য কথা : চিকুনগুনিয়া ভাইরাস	১৭
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৮
ভ্রমণ কাহিনী	২৫
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	২৬
ছড়া-কবিতা	২৭
তথ্য-প্রযুক্তি	২৮
খেলা-ধুলা	২৯
স্বদেশ-বিবৃতি	৩০
জানা-অজানা	৩১
স্কাউট সংবাদ	৩২
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, probangladeshscouts@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

পাহাড় ধ্বসের উদ্ধার কাজে স্কাউটরা

পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও বন্দরনগরী চট্রগ্রামে স্মরণকালের ভয়াবহ পাহাড় ধ্বসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সাথে উদ্ধার, আহতদের সেবাদান এবং ত্রাণ বিতরণ কাজে সেবা প্রদান করে বাংলাদেশ স্কাউটসের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি জেলার রোভার স্কাউটবৃন্দ, বাংলাদেশ স্কাউটস, কাপ্তাই জেলা নৌ ও বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্রগ্রাম অঞ্চল।

বাংলাদেশ স্কাউটস, কাপ্তাই জেলা নৌ এর জেলা স্কাউট লিডার জনাব এম জাহাঙ্গীর আলম এর নেতৃত্বে নৌ রোভার এবং গার্ল ইন নৌ রোভারের একটি চৌকশ দল এলাকার বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে থেকে রাস্তা হতে গাছ অপসারণ, পাহাড়ের মাটি অপসারণ, আহত-নিহত মানুষের পাশে থেকে তাদের সেবা করার পাশাপাশি নানাভাবে সহযোগিতা করছেন এবং বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর সদস্য, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সদস্যবৃন্দ উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণ করে। পরে ত্রাণ বিতরণ কাজে সহায়তা করে সকলের প্রশংসা অর্জন করে। উলেখ্য যে কাপ্তাই নৌ স্কাউটসের সদস্যরা গত কয়েকদিন ধরে কাপ্তাই প্রধান সড়কে অন্যান্য সংস্থার সাথে মাটি অপসারণ করে কাপ্তাই সড়ককে চলাচলের উপযোগী করে তুলে।

বাংলাদেশ স্কাউটস, রাঙ্গামাটি জেলা রোভারের সম্পাদক জনাব নুরুল আফসারের নেতৃত্বে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি রোভার স্কাউটসের সদস্যগণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সাথে উদ্ধার কাজে সহায়তাদান, আহতদের হাসপাতালে সেবাদান এবং নিরাপদ পানি পৌছে দেযার কাজ করে সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

২৪ জুন ২০১৭ রাঙ্গামাটির ভেদভেদী গ্রামে ক্ষতিগ্রস্থ ২০০টি পরিবারের মাঝে বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম জেলা, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ও রাঙ্গামাটি জেলার উদ্যোগে শাড়ী, লুঙ্গি, গেঞ্জী, ফতোয়া শার্ট ও পেন্ট বিতরণ করা হয়। রাঙ্গামাটি পৌরসভার প্যানেল মেয়র জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন ও ৬ নংওয়ার্ড এর কাউন্সিলর জনাব রবি মোহন চাকমা উপস্থিত থেকে বস্ত্র বিতরণ করেন এ সময় চট্টগ্রাম অঞ্চল, জেলা ও মেট্রোপলিটন এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। রাঙ্গামাটি জেলা স্কাউটস এর ২০ জন স্কাউট ও গার্ল ইন স্কাউটরা এ কাজে সহায়তা করেন।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

এসডিজি (SDG) বিষয়ক সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সংগঠন বিভাগের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ১০ জুন ২০১৭ রোভার স্কাউট, বিএনসিসি, রেঞ্জার, যুব রেডক্রিসেন্ট, অ্যাকশন এইড, জাগো ফাউন্ডেশন, টিটিএল, এসবিএ গ্লোবাল ফাউন্ডেশন, ওয়াইডব্লিউসিএ, ওয়াইএমসিএ, ও বিভিন্ন যুব সংগঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে জাতীয় স্কাউট ভবনের "শামস হল", কাকরাইল, ঢাকায় "এসডিজি (SDG) বিষয়ক সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ" বাস্তবায়ন করা হয়। ওয়ার্কশপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব জুলি ফারজানা, কনসালটেন্ট, অশোকা বাংলাদেশ।

জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব সুদীপ্ত মুখার্জি, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইউএনডিপি-বাংলাদেশ, জনাব ফারাহ কবীর, কান্ট্রি ডিরেক্টর, এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ উপস্থিত থেকে প্যানেল আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন এবং উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। অনুষ্ঠান

সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব আখতারুজ জামান খান কবীর, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), বাংলাদেশ স্কাউটস ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন। এছাড়াও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন যুব সংগঠনের প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গদান এবং অভিভাবকদের কাউন্সেলিং এর লক্ষ্যে মেসেঞ্জার অব পিস, বাংলাদেশ স্কাউটস এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর পেডিয়াট্রিক হেমাটলজি এবং এনকলোজি বিভাগের (ক্যান্সার বিভাগের) সাথে যৌথ উদ্যোগে "Messengers of Golden Ribbon" নামে একটি প্রকল্পের কার্যক্রম এর শুরু হতে যাচ্ছে। ৩ জুন, ২০১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর পেডিয়াট্রিক হেমাটলজি এবং এনকলোজি বিভাগের (ক্যান্সার বিভাগের) সেমিনার কক্ষে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ডা. মোঃ আফিফুল ইসলাম, প্রফেসর, পেডিয়াট্রিক হেমাটলজি এবং এনকলোজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ জিল্লার রহমান, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রফেসর ডা. সৈয়দুল ইসলাম মল্লিক, জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার(জনসংযোগ ও মার্কেটিং), জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আতিকুজ্জামান রিপন, ন্যাশনাল কো অর্ডিনেটর, বাংলাদেশ স্কাউটস।

এটি বাংলাদেশ স্কাউটসের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। ইতোপূর্বে মেসেঞ্জার অব পিস এর কিছু স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিসরে ক্যান্সার বিভাগের সাথে এবং সহযোগিতায় কিছু কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ৭ মে ২০১৫ শামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজে কাব স্কাউটদের ৩০০ অভিভাবকে শিশু ক্যান্সার বিষয়ে সচেতনতা তৈরী বিষয়ক সেমিনার আয়োজনে সহোযোগিতা, পরবর্তীতে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস এবং বিশ্ব শিশু ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে ক্যান্সার বিভাগ কতৃক আয়োজিত সকল র‍্যালীতে অংশগ্রহণ, এছাড়া প্রতি সপ্তাহে একদিন ক্যান্সার শিশুদের সাথে কিছু সময় ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের সাথে অতিবাহিত করা।

এই কার্যক্রম আরো কার্যকরভাবে এবং বৃহৎ পরিসরে সম্পাদনে সহযোগিতার লক্ষ্যে ৪০ জন রোভার স্বেচ্ছাসেবককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ক্যান্সার বিভাগের ওরিয়েন্টেশন এর মাধ্যমে পরবর্তিতে স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট ৩ দিন ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের সাথে অতিবাহিত করবে। প্রতি স্বেচ্ছাসেবক মাসে ৪ দিন তার সেবা প্রদান করবে।

মেসেঞ্জার অব পিস বাংলাদেশের এই উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবকগণ সেবাদানের মাধ্যমে তাদের জীবনের মূল্য উপলব্ধি করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে-

১। ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের (৩১টি বেডে) বেড টু বেড গিয়ে সঙ্গদান, যেমন- গল্প বলা, ছবি আঁকা, খেলনা দিয়ে খেলা করা। যদি তারা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে, তাহলে ওয়ার্ডের খেলার রুমে তাদেরকে নিয়ে গিয়ে সেখানে তাদের সাথে সময় কাটানো। শিশুদের সঙ্গদান এবং তাদের সাথে খেলা করাটা তাদের ভয় ও উদ্বেগ কমাতে সহায়তা করে করবে।

২। অভিভাবকদের হাইজিন (স্বাস্থ্য বিধি) বিষয়ে সচেতন করা, মানসিক সমর্থন প্রদান এবং প্রতি মাসে একবার সকল অভিভাবকদের নিয়ে কাউন্সেলিং করা।

৩। প্রয়োজনবোধে বহিঃবিভাগে অবস্থানকারী ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের অভিভাবকদের কাউন্সেলিং করা।

৪। ক্যান্সার ওয়ার্ডের প্রতি বেডের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সহায়তা করা।

স্বেচ্ছাসেবা প্রদান ছাড়াও এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ভবিষ্যতে অন্যান্য সহযোগিতা এবং কর্মকান্ড সম্পাদনের প্রচেষ্টা বাংলাদেশ স্কাউটসের অব্যাহত থাকবে। যেমন–

১) ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত যে সকল শিশুর প্রতিনিয়ত রক্ত প্রয়োজন হয় এমন শিশুদের রক্ত সংগ্রহে সহায়তাদান,

২) সবচেয়ে বেশী দরিদ্র রোগীকে আর্থিক সহোযোগিতা বা ঔষধ দিয়ে সহায়তাদান,

৩) শিশুদের পোশাক দেয়া (বছরে ২ বার হতে পারে),

৪) শিশুদের খেলনা দেয়া এবং ক্যান্সার ওয়ার্ডটি সাজিয়ে দেয়া (বছরে ২ থেকে ৩ বার হতে পারে)।

■ **অগ্রদূত প্রতিবেদন**

মুসলমানদের জীবনে ঈদ-উল-ফিতর

সারা বিশ্বের মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর অনাবিল আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়। 'ঈদ' মুসলিম উম্মাহর জাতীয় উৎসব। ঈদ-উল-ফিতরের দিন প্রতিটি মুসলমান নারী-পুরুষের জীবনে অশেষ তাৎপর্য ও বরকতময় অনাবিল আনন্দের দিন। ঈদল-উল-ফিতর প্রতিবছর ধরণিতে এক অনন্য-বৈভব বিলাতে ফিরে আসে। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস রমজানের সিয়াম সাধনার শেষে শাওয়ালের এক ফালি উদিত চাঁদ নিয়ে আসে পরম আনন্দ ও খুশির ঈদের আগমনী বার্তা।

সিয়াম পালনের দ্বারা রোজাদার যে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সৌকর্য দ্বারা অভিষিক্ত হন, ইসলামের যে আত্মশুদ্ধি, সংযম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, দানশীলতা, উদারতা, ক্ষমা, মহানুভবতা, সাম্যবাদিতা ও মনুষ্যত্বের গুণাবলি দ্বারা বিকশিত হন, এর গতিধারার প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখার শপথ গ্রহণের দিন হিসেবে ঈদ-উল-ফিতর সমাগত হয়। এ দিন যে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়, তা অফুরন্ত পুণ্যময়তা দ্বারা পরিপূর্ণ।

শাওয়ালের চাঁদটি দেখামাত্র বেতার টেলিভিশন ও পাড়া-মহলার মসজিদের মাইকে ঘোষিত হয় ঈদের আগমনী বার্তা।

সুদীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদ প্রতিটি মুসলমানের ঘরে নিয়ে আসে আনন্দের সওগাত। ঈদগাহে কোলাকুলি সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, ভালোবাসার বন্ধনে সবাইকে নতুন করে আবদ্ধ করে। ঈদ এমন এক নির্মল আনন্দের আয়োজন, যেখানে মানুষ আত্মশুদ্ধির আনন্দে পরস্পরের মেলবন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং আনন্দ সমভাগাভাগি করে। মাহে রমজানের রোজার মাধ্যমে নিজেদের অতীত জীবনের সব পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হওয়ার অনুভূতি ধারণ করেই পরিপূর্ণতা লাভ করে ঈদের খুশি। ঈদ-উল-ফিতর বা রোজা ভাঙার আনন্দ-উৎসব এমনই এক পরিচ্ছন্ন আনন্দ অনুভূতি জাগ্রত করে, যা মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের পথপরিক্রমায় চলতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) সানন্দে ঘোষণা করেন, 'প্রতিটি জাতিরই আনন্দ-উৎসব রয়েছে, আমাদের আনন্দ-উৎসব হচ্ছে এই ঈদ।' (বুখারি ও মুসলিম) ঈদ ধনী-গরিব সব মানুষের মহামিলনের বার্তা বহন করে। এক কাতারে দাঁড়িয়ে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের একসঙ্গে নামাজ পড়ার সুযোগ এনে দেয় ঈদ। ঈদের খুশির এক অন্যতম উপকরণ হচ্ছে ঈদের দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোজা রাখার পর ঈদের নামাজ আদায়ের পর ঈদগাহ ময়দানে একে অপরের হাতে হাত, বুকে বুক রেখে আলিঙ্গন করলে মুসলমানরা সারা মাসের রোজার কারণে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট ভুলে যায়। সমাজের সর্বস্তরের মুসলিম জনতা ঈদের নামাজের বার্ষিক জামাতে সানন্দে উপস্থিত হয়। এ যেন একে অন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ, কোলাকুলি ও কুশল বিনিময়ের এক অপূর্ব সুযোগ। তখন ছোট-বড়, ধনী-গরিব, আমির-ফকির, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে কোনো রকম ভেদাভেদ বা বৈষম্য থাকে না।

ঈদের নামাজের অশেষ ফজিলত ও সম্মানজনক মর্যাদা সম্পর্কে নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'ঈদ-উল-ফিতরের দিন ফেরেশতারা রাস্তার মুখে মুখে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন, হে মুসলিম! নেককাজের ক্ষমতাদাতা ও সওয়াবের আধিক্যদাতা আল্লাহর কাছে অতি শিগগির চলো। তোমাদের রাতে ইবাদত করার হুকুম করা হয়েছিল, তোমরা তা করেছ, দিনে রোজা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তোমরা তা পালন করেছ। তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তাকে খাইয়েছ (অর্থাৎ গরিব-দুঃখীদের আহার দিয়েছ) আজ তার পুরস্কার গ্রহণ করো। অতঃপর মুসলমানরা যখন ঈদের নামাজ পড়ে তখন একজন ফেরেশতা উচ্চ স্বরে ঘোষণা করেন, তোমাদেরকে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা তোমাদের পুণ্যময় দেহ-মন নিয়ে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন কর। এ দিনটি পুরস্কারের দিন, আকাশে এই দিবসের নাম "উপহার দিবস" নামে নামকরণ করা হয়েছে।' (তাবারানি) ঈদ মানেই পরম আনন্দ ও খুশির উৎসব। 'ঈদ' শব্দটি আরবি, শব্দ মূল 'আউদ', এর অর্থ এমন উৎসব যা ফিরে ফিরে আসে, পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়, রীতি হিসেবে গণ্য হয় প্রভৃতি। এর অন্য অর্থ খুশি-আনন্দ। উচ্ছল-উচ্ছ্বাসে হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্ত। ঈদ-উল-ফিতর প্রতি বছর চান্দ্র বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী শাওয়াল মাসের ১ তারিখে নির্দিষ্ট রীতিতে এক অনন্য আনন্দ-বৈভব বিলাতে ফিরে আসে। এক মাস কঠোর সিয়াম সাধনার মাধ্যমে নানা নিয়মকানুন পালনের পর মুসলিম বিশ্বে উদযাপিত হয় ঈদ-উল-ফিতর; অন্য কথায় রোজার ঈদ। 'ফিতর' শব্দের অর্থ ভেঙে দেওয়া। আরেক অর্থে বিজয়। দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার পর যে উৎসব পালন করা হয়, তা-ই ঈদ-উল-ফিতরের উৎসব। বিজয় শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রমজান মাস রোজা রেখে আল্লাহ-ভীরু মানুষ তার ভেতরের সব ধরনের বদভ্যাস ও খেয়াল-খুশিকে দমন করার মাধ্যমে একরকমের বিজয় অর্জন করে। সব মিলিয়ে ঈদ-উল-ফিতরকে বিজয় উৎসব বলা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে ঈদ ধনী-দরিদ্র, সুখী-অসুখী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সব মানুষের জন্য কোনো না কোনোভাবে নিয়ে আসে নির্মল আনন্দের আয়োজন। ঈদ ধর্মীয় বিধিবিধানের মাধ্যমে ধনী-গরিব সর্বস্তরের মানুষকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস নেয় এবং পরস্পরের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের শিক্ষা দেয়। আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, জগতের সব মানুষের সুখ-শান্তি, কল্যাণ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি। আগামী দিনগুলো সত্য, সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হোক! হাসি-খুশি ও ঈদের অনাবিল আনন্দে প্রতিটি মানুষের জীবন পূর্ণতায় ভরে উঠুক! ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি, সংযম, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ পরিব্যাপ্তি লাভ করুক এটাই হোক ঈদ উৎসবের ঐকান্তিক কামনা। তাই আসুন, ঈদের নির্মল আনন্দ ছড়িয়ে দিই সবার মনে-প্রাণে; বুকে বুক মিলিয়ে চলুন সবাই সবার হয়ে বলে যাই, 'ঈদ মোবারক আস-সালাম'।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

আত্মকথা
লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

■ পূর্ব প্রকাশের পর:

দ্বিতীয় জীবন-বয় স্কাউট ও গার্ল গাইড

এখন আমি দুনিয়াতে দ্বিতীয় জীবন শুরু করলাম।

আমি ১৯১০ সালে নিশ্চিতভাবে সামরিক বাহিনী ত্যাগ করলাম। আমি মার্সার্স কোম্পানির একজন কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে উত্তম নাগরিক হয়ে বসবাস করছি। (বি.দ্র. একজন মার্সার কবির মতই তার জন্ম– তাকে তৈরি করা হয়নি।) বয় স্কাউট আন্দোলনও নিজে নিজেই শুরু হয়েছে। তার শিকড় এখন অনেক দূরে ছড়িয়ে যাছে। যদিও একে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজের অঙ্গীকার বলা হয়েছে, সেই সঙ্গে যাঁরা এর সঙ্গে ইতোমধ্যেই জড়িত হয়েছেন তাঁরা তাঁদের আন্তরিকতা নিয়ে অর্ধেক পথে আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

১৯১২ সালে সবকিছুই মসৃণ ও উত্তম রূপে চলছিল। তখন হঠাৎ আকাশ থেকে সম্পূর্ণ নতুন একটি বিপদ এসে পড়ল।

যুগলবন্দি

এভাবেই চলছিল। প্রথম জীবনে আমার সময় নানা কাজে পরিপূর্ণ ছিল। বিয়ের মত বাইরের কোনো কাজের চিন্তার জন্য অবসরমাত্র ছিল না। আমর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ১৫তম হোসার্সের 'শক্তি' গর্ডন বুড়ো চিরকুমার হয়েও আমাকে কটূ বাক্য বর্ষণ করতেন। আমি যখন বলতাম আমার বিয়ে করার কোনো ইচ্ছাই নেই এবং আমি নিশ্চিত যে কেউ আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছাও করবে না, তখন পরিহাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতেন। পরে হেসে মন্তব্য করতেন, 'যখন তুমি মোটেই আশা কর না, তখন তুমি আগামী একদিনের মধ্যেই বিয়ে করবে। হায় বুড়ো বালক।'

এবং আমি তাই করলাম।

চিহ্ন অনুসরণ বিজ্ঞান পর্যালোচনা করতে করতে মানুষের পদচিহ্ন ও চলার ভঙ্গি দেখে তার চরিত্র সম্পর্কে ধারণা করার অনুশীলন করেছি। সারা বিশ্ব জুড়ে স্থানীয় চিহ্ন অনুসরণকারীরা চরিত্র পর্যালোচনা করে, সেই সঙ্গে পদচিহ্ন অধিকারী ব্যক্তির কার্যকলাপ বা উদ্দেশ্যেও পর্যালোচনা করে থাকে। যেমন পায়ের আঙ্গুল যদি মোচড়ানো থাকে তা হলে সে হবে মিথ্যাবাদী। গোড়ালির বাইরের দিক যদি উঁচু নিচু থাকে তবে তার অর্থ হবে রোমান্স বিলাসী ইত্যাদি।

এই গবেষণায় আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, শতকরা ৪৬ ভাগ মহিলা এক পায়ের দিক থেকে রোমান্স প্রিয় এবং অপর পায়ের দিক থেকে দ্বিধান্বিত অর্থাৎ আবেগের বশবর্তী হয়ে কাজ করে।

তাই আমি যখন একটি ব্যতিক্রম দেখলাম তখন তা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল।

একটি মেয়ে। সে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তার মুখটা দেখা যাচ্ছিল না। তবে মনে হচ্ছিল সততায় তা পরিপূর্ণ এবং তার আছে বুদ্ধিমত্তা সেই সঙ্গে রোমান্সের চেতনা। আমি লক্ষ করে দেখলাম তার সঙ্গে একটি কুকুরও আছে।

ব্যাপারটা যখন ঘটে তখনও আমি সামরিক বাহিনীতে। আমি তখন নাইটব্রিজ

ব্যারাকে যাচ্ছিলাম। আমি তখন আর কিছু ভাবি নি।

দু বছর পর ওয়েস্টইন্ডিজে যাওয়ার পথে জাহাজে একজন সহযাত্রীর মধ্যে একই ধরনের হাঁটার ভঙ্গি লক্ষ করলাম। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে বললাম তিনি বুঝি লন্ডনে থাকেন। ভুল। আমার গোয়েন্দাগিরি ভুল হল। তিনি যাবেন ডরসেট শায়ারে।

'আপনার কি একটা বাদামি ও সাদা রঙের কুকুর ছিল না?'

'হ্যাঁ' (বিস্ময় লক্ষ করলাম)।

'আপনি কি কখনই লন্ডনে ছিলেন না? নাইটব্রিজ ব্যারাকের কাছাকাছি?'

'হ্যাঁ। দু বছর আগে।'

তারপর আমরা বিয়ে করলাম এবং তখন থেকে সুখেই আছি।

এভাবে শুরু হল আমার দ্বিতীয় জীবন। সেই সঙ্গে বয় স্কাউট ও গার্ল গাইড।

বয় স্কাউট ও গার্ল গাইডের উৎপত্তি

বুয়র যুদ্ধের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমার ওপর কিছু অপযশ এসে পড়েছিল। তখন কিছু উদ্বিগ্ন চিন্তা ভাবনারও সৃষ্টি হয়েছিল। এ সবই ছিল অপ্রত্যাশিত, অনর্জিত ও অদেখা।

এর মধ্যে কি কোনো বড় কিছু লুকিয়ে ছিল? সেটা আমার কাছে কি কোনো আহ্বান? একে কি কোনো ভাল কাজে লাগানো যাবে? তাই যদি হয় তাহলে কোন উপায়ে আমি তা কাজে লাগাব? এসব প্রশ্ন আমার মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল।

এসবের জবাব পেতে থাকলাম আমার কাছে আসা চিঠির মধ্যে। আমি তখনও দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেটা ১৯০১-০৩ সাল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছেলেমেয়েরা আমাকে তাদের আগ্রহের কেন্দ্র করে তুলল। আমি না চাইলেও তাদের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম।

লর্ড এলেনবি একদিন বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন তাঁর ছোট্ট ছেলে গভর্নেসের সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে লুকানোর জন্য একটা গাছের ওপরে উঠেছে।

মহিলাটি বুঝিয়ে বললেন যে, তিনি মিস মেসনের স্কুল থেকে এসেছেন। সেখানে আমার সৈনিকদের জন্য লেখা এইডস টু স্কাউটিং বইটির ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সেখানে পর্যবেক্ষণ ও অনুমান শেখানোর জন্য বইটিকে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

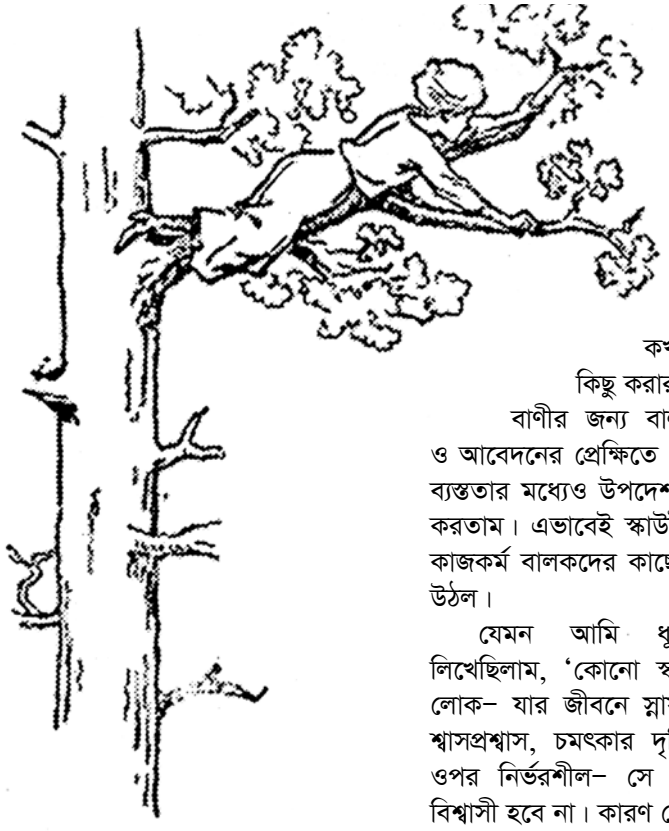

স্কাউটিং যে শিক্ষা দান করে এটাই তার প্রথম প্রামাণ্য ইঙ্গিত। আমি যদি জানতাম কি করতে হবে এবং তার উপযুক্ত সময় কখন– তাহলে হয়ত কিছু করার সুযোগ পেতাম।

বাণীর জন্য বালকদের জিজ্ঞাসা ও আবেদনের প্রেক্ষিতে সে সময়ে আমার ব্যস্ততার মধ্যেও উপদেশ ও পরামর্শ দান করতাম। এভাবেই স্কাউট ও বনবাসীদের কাজকর্ম বালকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল।

যেমন আমি ধূমপান সম্পর্কে লিখেছিলাম, 'কোনো স্কাউট বা কোনো লোক– যার জীবনে স্নায়ুর দৃঢ়তা, উত্তম শ্বাসপ্রশ্বাস, চমৎকার দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তির ওপর নির্ভরশীল– সে কখনও ধূমপানে বিশ্বাসী হবে না। কারণ সে জানে এগুলোর জন্য তা ক্ষতিকর। এ কারণে আমেরিকান স্কাউট বার্নহাম ধূমপান করেন না। বিখ্যাত আফ্রিকান শিকারি এফ সি সেলাসও ধূমপান করেন না।

ধূমপান বড়দের চেয়ে ছোটদের ক্ষতি করে বেশি। তাই কোনো বালক যদি বোকা না হয়ে থাকে তবে সে ধূমপান পরিহার করবে। একদিন সে হয়ত স্কাউট হিসেবে বা অন্য কোনো কাজ করবে তখন তার দরকার হবে পরিষ্কার মস্তিষ্ক এবং দৃঢ় স্নায়ু।'

এ বিষয়ে বা অন্যান্য বিষয়ে বালকেরা আমার কাছে পরামর্শ চাইলে আমি অসংখ্য চিঠি লিখেছি। এ থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে, বালকেরা নির্দেশনা লাভের জন্য আগ্রহান্বিত এবং তা পালন করতে ইচ্ছুক।

তাই তারা আমাকে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করল। সৈনিক হিসেবে আমার প্রথম জীবন শেষ হল এবং শুরু হল আমার দ্বিতীয় জীবন ১৯১০ সালে।

চরিত্র গঠনের জাতীয় চাহিদা

একজন এডজুটেন্ট ও অধিনায়ক হিসেবে আমার হাত দিয়ে শত শত যুবক শিক্ষানবিশ রূপে পার হয়েছে। আমাদের স্কুলগুলোতে তাদের গড়পরতা শিক্ষার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফলাফল ছিল।

পদ্ধতি নয়, শুধু ফলাফল দিয়েই শিক্ষা যাচাই করা যায়। এ বিষয়টি অনেক সময় চোখ এড়িয়ে যায়।

এই ফলাফল যুবকদের তুলে ধরে– তারা লিখতে পড়তে সক্ষম, চমৎকার তাদের ব্যবহার, শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত এবং কুচকাওয়াজে সহজেই চটপটে সৈনিক হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের নেই ব্যক্তিত্ব বা চারিত্রিক দৃঢ়তা, নেই সম্ভাবনা, উদ্যোগ অথবা অভিযাত্রার সাহস।

জীবনের বর্তমান অবস্থায় সবকিছুই কৃত্রিমতার জন্য তাদেরকে পালের সদস্য করে ফেলেছে। সেখানে তাদের জন্য সবকিছুই করা হয় এবং তাদের চোখের সামনে থাকে 'নিরাপত্তাই প্রথম'– এর কুসংস্কার।

■ চলবে...

■ অনুবাদক: মরহুম অধ্যাপক মাহবুবুল আলম
প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস

মজার স্কুল

মিতু ও হিমু তারা ভাইবোন। তাদের বাবা একজন দরিদ্র কৃষক আবুল মিয়া। তার বড় ইচ্ছা তারা ছেলে মেয়ে একদিন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে। কিন্তু পড়া মুখস্থ করতে হয় বলে মিতু ও হিমুর পড়ালেখা ভাল লাগে না। শিক্ষকের বকুনি খেতে হয় বলে স্কুল ভাল লাগেনা । কিন্তু কি করবে তাদেরতো ইচ্ছা তারা বড় হবে, অনেক বড়।

একদিন স্কুল থেকে বিচার আসল মিতু ও হিমু ঠিকমত পড়াশোনা করছে না। তাই তাদের বাবা তাদের বেদম মার মারে। রাগে কষ্টে মিতু ও হিমু দুজনই অদূরের ধানক্ষেতের পাশে এক বটগাছ আছে তার নিচে বসে বসে কান্না করছে।

এমন সময় এল এক দৈত্য। দুজনই ভয় পেয়ে গেল। দৈত্যটি অভয় দিয়ে বলল ভয় পেওনা। আমি তোমাদের বন্ধু। তোমাদের মন খারাপ কেন?

মিতু: আমাদের স্কুল ভাল লাগেনা। ভালো লাগেনা পড়া মুখস্থ করতে।

দৈত্য: তোমাদের শিক্ষকরা মজা করে পড়ায় না?

হিমু: হি হি হি, মজা! গাদা গাদা পড়া দেয়, পড়া না পাড়লে বেত দিয়া দেয় বেদম মার।

দৈত্য: কি বল!

মিতু: জানো দৈত্য বন্ধু আমাদের না অনেক বড় হতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আমাদের স্কুলে কোন মজা নেই, নেই কোন আনন্দ। খালি একটাই আছে সেটা হল মুখস্থ কর। আমাদের স্কুল যদি মজার হত?

দৈত্য: তোমরা এসো আমি আজ তোমাদের একটি মজার স্কুল দেখাবো।

(এরপর দৈত্য মিতু ও হিমুকে নিয়ে চলল এক স্বপ্নের মজার স্কুলে। দৈত্য মিতু ও হিমুকে নিয়ে স্কুলের সামনে এসে নামল। কিন্তু মিতু ও হিমুতো অবাক -স্কুল কই?)

দৈত্য: ছাত্রও আছে, শিক্ষকও আছে।

মিতু ও হিমু দেখলো এক লোক এক গাছের নিচে দাড়িয়ে নিচে বসা কতগুলো ছেলে মেয়েকে নিয়ে পাতার মধ্যে কিযেন দেখাচ্ছে। আর ছেলে মেয়েরা যেন গল্প শোনার মত করে শুনছে আর হাসছে।

মিতু: কিন্তু দৈত্য বন্ধু স্কুল কই? ক্লাশরুম কই?

দৈত্য: এটি একটি আলাদা স্কুল। এইযে দেখ বিশাল ধান ক্ষেত, মাঠ, গাছ, নদী-নালা, খাল-বিল এই সব জায়গার মধ্যে ছাত্রদের যেদিন যেই জায়গা ভাল লাগবে সেইদিন সেই জায়গাই স্কুল।

হিমু: কি বল, এই স্কুলের নাম কি?

দৈত্য: নাম নেই।

মিতু: বই?

দৈত্য: বইও নেই।

মিতু: এ আবার কেমন স্কুল। নাম নেই, জায়গা নেই, বই নেই। তাহলে পড়ে কি?

দৈত্য: কবি সুনির্মল বসু 'সবার আমি ছাত্র' কবিতায় বলেন-

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাইরে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাইরে।

হিমু: তার মানে? এই আকাশ বাতাস দেখে শিখে?

দৈত্য: কেন, আকাশ, বাতাস, পরিবেশ দেখে কি শিখা যায় না?

মিতু: কিভাবে?

দৈত্য: এই যে দেখ নীল আসমানি আকাশ, সেই আকাশে রোদ খেলা করে। রোদের কত রঙ। আবার আকাশে উরে বেড়ায় কত রকমের পাখি। কত রকমের পাখির কত রকমের গান ও গানের কণ্ঠ। দেখ মাঠে কত রঙ, কত ছবি। দেখ এক এক গাছের পাতার এক এক আকার। সব গাছের পাতার রঙ সবুজ। কিন্তু সবুজের কত রকম। দেখ কত রকম, কত আকারের ঘাস। কেন এত রঙ, কেন এত পার্থক্য এটাই আমাদের পড়া। এভাবে একদিন ধান, একদিন প্রজাপতি, একদিন মাছ করে এক এক দিন এক এক বিষয়ের হাজার প্রশ্ন করা, উত্তর খোজা। তোমরা বই দেখে যা মুখস্ত কর, তা এরা দেখে দেখে শিখে। এখানে কোন মার খাওয়ার ভয় নাই, নাই মজার অভাব। এখানে সবাই জীবনের সাথে যুক্ত সব কিছু জীবনের খুব কাছ থেকে মিশে মজা করে শিখে। এরা শিখার জন্য শিখছে না। তাদের ভাল লাগে সব কিছুই, চায় সব কিছু জানতে ও বুঝতে। তাই তারা শিখে ধীরে ধীরে একদিন একদিন করে। কবি সুনির্মল বসু 'সবার আমি ছাত্র' কবিতার একটি চরনে বলেন-

বিশ্ব জোড়া পাঠশালা মোর
সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবে নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।

এভাবে তারা সারাদিন এই মজার স্কুল দেখল। তারপর বিকালবেলা যখন দৈত্য তাদের নিয়ে আসলো সেই বটগাছের তলে তখন হিমু বলল- দৈত্য বন্ধু আমাদের স্কুলটা এমন করে দাওনা।

দৈত্য: হা হা হা। আজ আমি আসি আবার হয়তো দেখা হবে।

হিমুঃ দেখলি দৈত্য বন্ধু কত দুষ্ট। তার এত ক্ষমতা থাকার পরও আমাদের স্কুলটা ওই স্কুলটার মত করতে বলাতে কেমন হাসল।

মিতু: হ্যা। আমাদের দুঃখ, দুঃখই থেকে যাবে। চল বাড়ী যাই।

মিতু ও হিমু বাড়ী ফিরতেই তাদের বাবা আবুল মিয়া জিজ্ঞাসা করল– তোরা কই ছিলি?

মিতু ও হিমু: স্কুলে।

তারপর তারা প্রতিদিন স্কুলে যায় কিন্তু তাদের সেই মজার স্কুলকে আর খুঁজে পায়না। এখনও তারা খোঁজে সেই দৈত্যকে, তার দেখানো মজার স্কুলকে, স্কুলের শিক্ষককে এবং সেই স্কুলের ছাত্রদের।

■ লেখক: জে এম কামরুজ্জামান

কমিউনিটি স্কাউটিং বিষয়ক ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটসের মেম্বারশীপ গ্রোথ বিভাগের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকায় ১৭ জুন, ২০১৭ 'কমিউনিটি স্কাউটিংবিষয়ক ওয়ার্কশপ' বাস্তবায়ন করা হয়। ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরের প্রতিনিধি, অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ কমিশনার, আঞ্চলিক সম্পাদক, আঞ্চলিক পরিচালক/উপ পরিচালক, জেলা স্কাউটসের নির্ধারিত সম্পাদক, মুক্তদলের ইউনিট লিডার, টিটিএল এর ইউনিট লিডার, রোভার স্কাউট ও মেম্বারশীপ গ্রোথ বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপে কমিউনিটি বেইজড স্কাউট গ্রুপ চালুকরণের জন্য করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), মুক্ত স্কাউট দল ও টিটিএল গ্রুপ পরিচালনার কৌশল বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম), কমিউনিটি বেইজড স্কাউটিং চালুর সুবিধা ও অসুবিধা বিষয়ে আলোচনা করেন কাজী নাজমূল হক, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং)। প্রতিটি বিষয় আলোচনার পর গ্রুপ আলোচনা ও সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। সর্বশেষ ওয়ার্কশপ সুপারিশমালা চূড়ান্ত করা হয়।

প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন)। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব এস এম ফেরদৌস, জাতীয় উপ কমিশনার (মেম্বারশীপ গ্রোথ) ও ওয়ার্কশপ পরিচালক।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

স্কাউটদের আঁকা ছবিতে ফুটে উঠে কার্যক্রমের জীবন্ত দৃশ্য

স্কাউটরা সৃজনশীলতার নিত্য নতুন ক্ষেত্র তৈরি করছে তার প্রমাণ ছবি আঁকার পটুতায়। স্কাউটদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে রাতে তাঁবু বাসের একটি পর্ব থাকে যা তাঁবু জলসা। এটি কখনও মহাতাঁবু জলসায় রূপ নেয়। এরকম একটি রাতের তাঁবু জলসার রূপ ফুটিয়ে তুলেছে সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলার স্কাউট তাসফিয়া আহমেদ। যে কোন দর্শকের সামনে রাতের আঁধারে বহ্নি প্রজ্জলিত রূপ তাঁবুর একপাশ উজ্জ্বল করে ফেলে আর পিছনের দিকে হালকা রাতের নীল আভা দেখা যায় গাছের ফাঁকে ফাঁকে, স্কাউটরা গান বাজনায় মত্ত। ছবিটি যে কাউকে বিমোহিত করবে। স্কাউটদের আঁকা ছবিতে ফুটে উঠে কার্যক্রমের জীবন্ত দৃশ্য। এ এক অপরূপ সৃজনশীলতা। এছাড়া স্কাউটদের ছবিতে ফুটে উঠেছে ক্যাম্পের ছবি, বন্যার্তদের পাশে স্কাউট, শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, বাংলাদেশ স্কাউটস প্রধান জাতীয় কমিশনার ও বিপি'র ছবিসহ আরো স্কাউটিং কার্যক্রম।

বলছিলাম ৪ জুন ২০১৭ রবিবার দিনব্যাপী প্রদর্শনীর রূপকথা। বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার চারুকলা প্রদর্শনী যা শুধুমাত্র স্কাউটদের রঙ-তুলিতে আঁকা। জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে কানায় কানায় ভরপুর (৪ জানু ২০১৭) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ও দর্শনার্থীদের পদচারণায়।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ১১টি অঞ্চলের মাধ্যমে অংকিত ছবি চাওয়া হয়। খুলনা, কুমিল্লা, সিলেট, দিনাজপুর থেকে কোন ছবি পাওয়া না গেলেও অন্য অঞ্চলগুলো থেকে ব্যাপক সারা মেলে। ৮৬টি ছবি পাওয়া গেছে যার মধ্যে থেকে ১০টি পুরস্কার ও ক্যাটালগে ও প্রদর্শনীতে অনেক ছবি স্থান পায়। এ জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করে সকল অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়েছিল ।

চারুকলা প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে একটি সু-দৃশ্য (চার কালাম) ক্যাটালগ যাতে শোভা পাচ্ছে পুরস্কার প্রাপ্ত দশ জনার ছবিসহ মনোনিত আরো কিছু ছবি। রয়েছে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খানের নান্দনিক তথ্য সমৃদ্ধ বাণী। যে বাণীতে যে কারো মনে শিল্পের ছায়া ভেসে উঠবে। রয়েছে বাংলাদেশ স্কাউটসের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালকের বাণী। তিনি তার বাণীতে বলেছেন স্কাউটরা সৃষ্টিশীল প্রকৃতি প্রেমী ও সংবেদনশীল হয়ে সমাজে আবির্ভূত হয়ে ছবির মাধ্যমে স্কাউটিং এর আদর্শকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরবে। ক্যাটালগে আরো রয়েছে শিল্পকর্ম বাছাই প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ স্কাউটস এর চিত্রশিল্পী মতুরামের চোখে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষক কেন্দ্র মৌচাকের জল রঙে আঁকা প্রকৃতি। ক্যাটালগের শেষ পৃষ্ঠায় রয়েছে স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল এর আঁকা কিছু স্কেচ।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তদের সাথে প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

চারুকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান তিনি বক্তব্যে বলেন এটি একটি ভালো উদ্যোগ, সারা বাংলাদেশ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করতে আসা স্কাউটদের তাঁদের চর্চা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন। তিনি নিজে ছবি আঁকতে পারতেন এবং স্কুল জীবনে বায়োলজিতে বোর্ডে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করেন যা তাঁর সুন্দর ছবি আঁকায় অনেকটা ভূমিকা রেখেছিল।

তিনি শিল্পী এস এম সুলতানের পেশী বহুল ছবির ব্যাখ্যা দেন, শিল্পাচার্য জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবির ইতিহাস ও ৪৩ ঘটনাকে কিভাবে কাগজে আঁকে তার ব্যাখ্যা দেন। এছাড়া মোনালিসা ছবির অর্জিনাল কপি দেখার (ল্যুভর মিউজিয়ার, ফ্রান্স) সুযোগ হয়। চাকুরীসূত্রে বিভিন্ন জেলার ঘোরার সুবাদে ময়মনসিংহের জয়নুল সংগ্রহশালা সহ বিভিন্ন যাঁদুঘর পরিদর্শন করে অংকন ছবি দেখার সুযোগ হয়। তিনি আরো বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়াকালীন চারুকলায় মাঝে মধ্যেই ডু-মারতেন। সে সময়ে কালীদাস কর্মকারের ছবির কথার বলেন।

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান বাংলাদেশ স্কাউটস এর চিত্রশিল্পী মতুরামের প্রশংসা করে বলেন 'পৃথিবীতে অনেক স্কাউট অফিসে আর্টিস্ট রয়েছে। আমাদের মতুরাম সে-সব আর্টিস্ট থেকে অনেক উপড়ে নিঃসন্দেহে। বাংলাদেশ স্কাউটস-এ অনেক বছর যাবত একটি আর্টিস্ট পোস্ট রয়েছে কিন্তু এতোদিনে এরকম একটি সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন হয়নি যা মতুরাম করতে পেরেছে।

এই শুভ সূচনা অব্যহত থাকবে বলে তার বক্তব্য শেষ করেন। মঞ্চেবসেই বক্তব্য খাতায় লিখেন "বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় চারুকলা প্রদর্শনীর এটি একটি শুভ সূচনা। স্কাউটসরা ব্যক্তির, সমাজের, রাষ্ট্রের যে কোন কল্যাণকর ও সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত থাকুক এ কামনা করি। আজকের আয়োজনের সুদুর প্রসারী সাফল্যও কামনা করি"। সর্বশেষ ক্যানভাসে মার্কার দিয়ে ছবি এঁকে প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করেন।

ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক তাঁর বক্তব্যে প্রদর্শনীর বিস্তারিত তুলে ধরেন এবং মাহে রমজানে কষ্ট করে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত পুরস্কার প্রাপ্ত ও আগত স্কাউট লিডারদের কৃতজ্ঞতা জানান।

মঞ্চে উপবিষ্ট দেশ বরেণ্য বিশিষ্ট শিল্পী আব্দুল মোমেন মিল্টন তার সুন্দর বাচন

ভঙ্গি ও সুন্দর ভাষায় প্রদর্শনীর বিস্তারিত বলেন "তিনি শিল্পী মতুরামের এ উদ্যোগকে স্কাউটদের সংস্কৃতিমনা ও দেশ প্রেমিক করতে সহায়তা করবে বলে মনে করেন। তিনি মানব সমাজের কথা বলেন। স্কাউটরা এতো সুন্দর ছবি আঁকতে পারে তার ভূয়সী প্রসংশা করে তিনি বলেন- এ প্রদর্শনী সারা জাগাবে ও ইতিহাস সৃষ্টি করবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। বাংলাদেশ স্কাউটস চিত্রশিল্পী মতুরাম কে আবিস্কার করছে বলেই এত সুন্দর একটি আয়োজন সম্ভব হয়েছে। সর্বশেষ তিনি যে কথাটি বলেছেন তিনি আবার যদি জম্মিতেন তা-হলে স্কাউটিং করতেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল প্রফেশনাল এক্সিকিউটিভদের আন্তরিক সহযোগিতায় প্রোগ্রামটি সফল হয়েছে। বিশেষ করে আহমেদ কাজী আসিফুল হক প্রতিযোগিতার নীতিমালা, ক্যাটালগ, দাওয়াত কার্ড লেখা, হল রুম সজ্জিত করণসহ ইত্যাদিতে পরামর্শ ও হাতে কলমে সহযোগিতা করেছেন। সেই সাথে ইকোনোমিকেল ওপেন স্কাউটদের পরিশ্রমে সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। বিশেষ করে ইসমাঈল হোসেন রুমন, হাফসা বিনতে সামাদ, আরিফ, শিপন ও অন্যান্যদের বিরামহীন পরিশ্রমে অনেকটা গতিশীল অনুষ্ঠান হয়েছে। যারা পুরস্কৃত হলো–

১) মেহেদী হাসান সৈকত, রেলওয়ে স্টেশন কলোনি মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, চট্টগ্রাম
২) তাসফিয়া আহমেদ, ইন্টারন্যাশনাল স্কুল স্কাউট গ্রুপ, সৈয়দপুর, রেলওয়ে
৩) যারিন তাসনিম, জয়পুরহাট সঃ বাঃ উঃ বিদ্যালয়, রাজশাহী অঞ্চল
৪) অর্নিবান হালদার, আলৈঝাড়া মঃ মাঃ বিদ্যালয়, বরিশাল
৫) ঈশিতা দেবী, হাটহাজারী গার্লস হাই স্কুল, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
৬) প্রান্তিধর, হাটহাজারী গার্লস হাই স্কুল, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
৭) তৃপ্তি বিশ্বাস, গৌরনদী বাঃ মাঃ বিঃ, বরিশাল
৮) সুমাইয়া আলম রুহী, কলকাকলি মুক্ত গার্ল ইন স্কাউট গ্রুপ, পার্বতীপুর, রেলওয়ে অঞ্চল
৯) সাদিয়া আলম নাবা, কলকাকলি মুক্ত গার্ল ইন স্কাউট গ্রুপ, পার্বতীপুর, রেলওয়ে অঞ্চল
১০) মোঃ আসিফুজ্জামান, পটুয়াখালী, সঃ জুবলী উঃ বিদ্যালয়, বরিশাল অঞ্চল

■ লেখক: মতুরাম চৌধুরী
সহকারি পরিচালক (আর্টস এন্ড ডিজাইন)
বাংলাদেশ স্কাউটস

বইপড়া প্রতিযোগিতার মূল্যায়ন ও পুরস্কার বিতরণ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সহযোগিতায় স্কাউটগণের অংশগ্রহণে ১০ জুন, ২০১৭ উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কাকরাইল, ঢাকায় স্কাউটসের জাতীয় পর্যায় বইপড়া প্রতিযোগিতার মূল্যায়ন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত এপ্রিল ২০১৭ মাসে ৪১টি প্রতিষ্ঠানের স্কাউটদের মাঝে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে বই বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত বই থেকে প্রশ্ন করে মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন শেষে মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারী স্কাউটদের সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারী স্কাউটদের সনদ ও পুরস্কার প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহ কামাল, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস ও সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জনাব শরীফ মোঃ মাসুদ, পরিচালক, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন শিকদার , জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন জনাব মোঃ মহসীন, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস ও যুগ্ম সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ, অভিভাবক, স্কাউট লিডার, জেলা ও মেট্রোপলিটন স্কাউটসের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

■ **অগ্রদূত প্রতিবেদন**

ঢাকা জেলা রোভারের ৪ গার্ল-ইন-রোভারের পায়ে হেঁটে ১৫০ কি.মি

‘থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ তেপান্তরের ঘুর্ণিপাকে’...

রোভার প্রোগ্রামের ৬টি পারদর্শিতা ব্যাজ, এর মধ্যে পরিভ্রমণকারী ব্যাজ অন্যতম। এই ব্যাজটি পাঁচদিনে পায়ে হেঁটে, সাইকেল চালিয়ে অথবা নৌকা চালিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রমের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। এই ব্যাজটি যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি মেয়েদের জন্য পিআরএস পাবার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম অন্তরায়। কারণ, আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মেয়েদের এভাবে বাহিরে থাকার অনুমতি দেয় না পরিবার।

পরিবারকে বুঝিয়ে পরিভ্রমণপথে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আরও তিনজন মেয়েকে সাথে নিয়ে বের হবার পরিকল্পনা করি। নিজ পরিবারকে বুঝিয়ে আমার সাথে সফর সঙ্গী হয়েছিল বিইউবিটি রোভার স্কাউট গ্রুপের ফাতেমাতুজ জোহরা, সরকারি তিতুমীর কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের তানজিন মাহমুদ সিদ্দিকী এবং ঢাকা মিডটাউন ওপেন স্কাউট গ্রুপের সাবিকুননাহার কেয়া।

আমরা আমাদের পরিভ্রমণের পথ হিসাবে ঢাকা-ফরিদপুর রুট নির্ধারণ করি। মজার ব্যাপার এই রুটে এর আগে কখনও কেউ পরিভ্রমণ করেনি। সুতরাং আমাদের মত আমাদের রুটটিও প্রথম।

প্রয়োজনীয় সকল অনুমতি নেয়া শেষ করে ৭ মে ২০১৭ সকাল ৭.৩০ মিনিটে ঢাকা জিরোপয়েন্ট থেকে আমরা পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। ঢাকা জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর এনামুল হক খান এলটি উপস্থিত থেকে আমাদের যাত্রা শুরু করিয়ে দেন। তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা রোভারের রোভার স্কাউট লিডার প্রতিনিধি জুলিয়া গমেজ ও আরও কয়েকজন রোভার লিডার। বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস স্যারের সঙ্গে আমরা জাতীয় সদর দফতরে দেখা করি। রোদ উঠতে শুরু করে। আমরা হাঁটতে থাকি। পথিমধ্যে এটিএন নিউজ ও দ্য ডেইলি স্টার-এ আমাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। ফার্মগেট মোড়ে আমরা কিছুক্ষণ মানুষের সঙ্গে জনসচেতনতামূলক কিছু তথ্য প্রচার করি। আমাদের ৪ জনের থিম ছিল আঠারোর আগে বিয়ে নয়, বিশেষ আগে সন্তান নয়; নারীর ক্ষমতায়ন, আনবে টেকসই উন্নয়ন; নারী ও শিশুর উপর নির্যাতন প্রতিহত করুন; নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন।

এভাবেই আমরা সামনে এগোতে থাকি। আশপাশের মানুষ অবাক হয়ে আমাদের দেখছিল। নানা প্রশ্ন তাঁদের চোখে। অনেকে জানতে চেয়েছে আমাদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন। আমরা তাঁদের প্রশ্নের উত্তর এবং আমাদের বার্তা দিতে দিতে এগিয়েছি লক্ষ্যের দিকে। গাবতলী, আমিনবাজার, হেমায়েতপুর একে একে পার হয়ে সাভার পৌঁছাই আমরা। সেখানে ইউএনও মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি অনেক উৎসাহ দেন আমাদের। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমরা। তবু থামিনি। সন্ধ্যানাগাদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছাই। রাতযাপন করি শেখ হাসিনা হলে।

পরবর্তী দিন পুনরায় সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ি। গন্তব্য মানিকগঞ্জ। পথিমধ্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন করি। একজন লোককে দেখি সিগারেট খাচ্ছেন ওনাকে বললাম সিগারেটের ক্ষতিকর দিক। নিজেকেসহ আশপাশের অন্যদেরও ক্ষতি করে সিগারেট। জানতে পারলাম ওনার বাড়িতে ছোট্ট একটা নাতনী আছে। ওনাকে বোঝালাম এতে তার নাতনীর কতটা ক্ষতি হতে পারে। তিনি সিগারেটের ফেলে দিয়ে বললেন, আর সিগারেট খাবেন না। খুব ভালো লাগল নিজের কাছে। আমরা এভাবেই এগোতে থাকি। মানিকগঞ্জ পৌঁছাতে সন্ধ্যা গড়িয়ে অন্ধকার নেমে এলো। ক্লান্ত শরীর নিয়ে পৌছলেও মানিকগঞ্জ জেলা রোভার-এর অভ্যর্থনায় ক্লান্তি মিলিয়ে যায় এক নিমিশেই। আমাদের সাদরে বরন করে নিয়েছিল তারা। দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্রী হোস্টেলে আমরা রাতযাপন করলাম। হোস্টেলে বিভিন্ন রুম থেকে ছাত্রীরা আমাদের দেখতে ভীড় করেছেল। ওরা বলাবলি করছিল, জানিস এনারা ঢাকা থেকে হেঁটে এসেছেন। খুবই কৌতূহল তাদের। গল্প হলো তাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ। ক্লান্তি ততক্ষণে পালিয়েছে ঢাকার পথে।

তৃতীয় দিন খুব সকাল সকাল উঠে তৈরি হয়ে নিলাম। মাছরাঙা টেলিভিশনের একজন সাংবাদিক অপেক্ষা করেছিলেন।

তিনি একটা সাক্ষাৎকার নিলেন আমাদের। মানিকগঞ্জ থেকে আমাদের বিদায় দিলেন জেলা রোভারের সম্পাদক সরকার মাসউদুজ্জামান। আমরা যাত্রা শুরু করলাম পরবর্তী গন্তব্যস্থলে। ইউএনও ও উপজেলার বিভিন্ন অফিসারদের সাথে সাক্ষাৎ শেষে হাঁটা শুরু করি। গ্রামীণ পরিবেশে রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছি আশপাশে কি আছে লিখছি। সেদিনও তাপামাত্রা অনেক বেশি ছিল। হাইওয়ে দিয়ে হাঁটা একটু ঝুঁকিপূর্ণ। খুব সাবধানে এগোতে থাকি। বেশ কয়েকজন মহিলার সাথে কথা বলেছি। মেয়ে সন্তানকে স্কুলে দেওয়া, বাল্যবিবাহ রোধ এসব বিষয়ে কথা বলেছি। পথ চলতে চলতে হঠাৎ আমাদের সামনে মোটরসাইকেল থামিয়ে একজন লোক বললেন, দাঁড়ান। প্রথমে একটু ভয় পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন আপনারা কি তারা, যারা ঢাকা থেকে হেঁটে এসেছেন? বললাম, হ্যাঁ। লোকটা বেশ খুশি হয়ে গেল। বলল পেপারে দেখেছি। বলেই চলে গেল। বানিয়াজুরী বাজারে পৌঁছাতেই খুব বৃষ্টি শুরু হলো। রেইনকোর্ট পরে হাঁটা শুরু করলাম। যদিও এখন মনে হচ্ছে বিষয়টি একটু বেশিই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, তাই একটু বিরতি দিয়ে একটা দোকানে কিছুক্ষণ বসেছিলাম। চারজনে হাসছিলাম মটরসাইকেল নিয়ে আসা লোকটার আচরণে। মানিকগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে যখন যাই একজন মহিলা কর্মকর্তা যখন শুনলেন সবকিছু তিনি খুশিতে আমাদের জড়িয়ে ধরলেন। বললেন আসো তোমাদের একটু ছুঁয়ে দেখি। আমাদের চারজনকে ছুঁয়ে দেখেন তিনি। জোকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাচ্চাদের সাথে দারুণ সময় কেটেছি। ছন্দে ছন্দে তাদের ভূমিকম্পের ছড়া পড়িয়েছি। ভূমিকম্প হলে কী কী করণীয়। এর ভেতর দিয়ে তা বাচ্চাদের শিখিয়েছি। পাটুরিয়া ঘাটে এসে আমাদের দিনের হাটা শেষ করি। লঞ্চে পার হয়ে দৌলতদিয়া পৌঁছাই এবং দিনের যাত্রা শেষ করি। সেখানকার ইউএনও স্যার আমাদের অভ্যর্থনা জানানা এবং দৌলতদিয়া ভিআইপি রেস্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থার করেন।

১০ তারিখে সকাল সাতটায় যাত্রা শুরু করি, গন্তব্য রাজবাড়ী রাস্তার মোড়। অন্যদিনের মতো মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগোতে থাকি। দুপুরের আগেই গোয়ালন্দ মোড়ে পৌঁছাই। ওখানে দুপুরের খাবার খেয়ে নিই। রাস্তার অনেকেই আমাদের দেখতে আসছিল। ইতিমধ্যে প্রচার হয়ে গিয়েছিল আমাদের পরিভ্রমণের বিষয়টি। সবাই অবাক হয়ে দেখছিল আমাদের। আমরা বিভিন্ন বিষয়ে লিফলেট বিরতণ করি মানুষের মাঝে। এদিন রাস্তা ছিল মোট ৩৬ কি.মি., তাই রাত ৮টা বেজে গেল শেষ করতে। ফরিদপুর উপজেলার ইউএনও স্যার এলজিইডি রেস্ট হাউসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। রাতে বিছানায় শুয়ে ভাবছিলাম, এ চারদিনে এত মানুষ দেখে জীবনের খুব কাছাকছি এসে যেন জীবনকে উপলব্ধি করছি আমরা। রাস্তাঘাটে মেয়েরা ইভটিজিংয়ের শিকার হয়। আমরাও হয়েছি কমবেশি। কিন্তু আমরা তাদের বুঝিয়েছি। তারা আমাদের প্রতি আরও সম্মান প্রদর্শন করেছে। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত চোখের পাতা দুটি কখন এক হয়ে গেছে বুঝেও উঠতে পারিনি।

পঞ্চম ও শেষ দিনের যাত্রা শুরু করি আমরা। লক্ষ্যে পৌঁছাব আজ। ফরিদপুর বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী উচ্চবিদ্যালয়ে যাই। ওখানে যে শিশুরা পড়ে ওরা কথা বলতে পারে না, শুনতে পায় না। দূর থেকে ওরা আমাদের দেখছিল। আমি হাত ইশারা করে ডাকতে ওরা ছুটে এলো ছবি তুললাম ওদের সাথে গল্প করলাম। বন্ধু হয়ে গেলাম ওদের। কিছু সময় কাটিয়ে বিদায় নিলাম। ওরা পেছন থেকে হাত নাড়ছিল, যেন কত আপন আমি ওদের। শেষ দিনে অনেক অভিজ্ঞতা হলো। মানুষের নানান প্রশ্ন। বাচ্চাদের একটা দলও আমাদের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল। হাইওয়ে রোড তাই ওদের বুঝিয়ে ফেরত পাঠালাম। দুপুর গড়িয়ে গেল। ক্লান্তির সাথে পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। কিন্তু চোখে স্বপ্ন আর কিছুক্ষণ পরই আমরা ১৫০ কি.মি. অতিক্রম করব। ১৪৭-১৪৮ কি.মি. অতিক্রম শেষে ২ কি.মি. যেন মনে হচ্ছিল দৌড়ে চলে যাই। শেষ পদক্ষেপটা শেষ করে চারজন একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলি আমরা। হ্যাঁ আমরা পেরেছি। চেষ্টা করলে সব সম্ভব। 'আমরা নারী আমরাও পারি।'

সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা আমাদের পরিভ্রমণটা ভালভাবে শেষ করতে পেরেছি। বিশেষ করে ঢাকা জেলা রোভার, বাংলাদেশ স্কাউটস এর গার্ল ইন স্কাউটিং বিভাগ, জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগ এছাড়া বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, বিভিন্ন জেলা, উপজেলা, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার যারা সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন।

■ লেখক: মাহেনুর জাহান
পরিভ্রমণকারী দলের দলনেতা ও রোভার,
গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

অনন্য সেবাব্রতী

■ **পূর্ব প্রকাশের পর:**

সেবাব্রতীর মত একটি দলের আর্থিক চাহিদা অনেক। শুধুমাত্র দলের সদস্যগণের বার্ষিক চাঁদার উপর নির্ভর করে দলের কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ সাধ্য নয়। দলের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় সংগত কারনে দলের কতিপয় সদস্যের উপর সর্বদাই চাপ পড়ে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য দলের কৃতি সদস্যরা প্রতিনিয়ত অবদান রেখে যাচ্ছেন।

দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশের বরেণ্য রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সাদি মহম্মদ জাতীয় জাদুঘরের অডিটোরিয়ামে একক সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করে দলের তহবিল বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন। দলের আরেক কৃতি সদস্য শিল্পী মুনিরুজ্জামান গ্যালারী চিত্রকে নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করে সেই ছবি বিক্রয়লব্ধ অর্থে দলের তহবিল সমৃদ্ধকরনে অসামান্য অবদান রেখেছেন। দলের অন্যতম কৃতি সদস্য কবি আমিনুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতি বৎসর ঢাকায় দেশ-বিদেশের কবিদের অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল পয়েটস্ সামিট (Dhaka International Poets Summit) এর বিভিন্ন কার্যক্রমে দলের রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দলের তহবিল বৃদ্ধি করতে সহায়তা করছেন।

দেশের স্বনামধন্য দৈনিক পত্রিকা দি ডেইলি ষ্টার (The Daily Star)এ কর্মরত দলের অন্যতম কৃতি সদস্য আলীম আল রাব্বীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ডেইলি স্টার আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্টে দলের রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দলের তহবিল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে যাচ্ছেন। দলের আরেক কৃতি সদস্য গাজী সফিকুল ইসলাম তপন তাঁর স্বীয় বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান চেক্ পয়েন্ট বাংলাদেশ লিমিটেড (Check Point Bangladesh Limited) এর বিভিন্ন ইভেন্টে দলের রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দলের তহবিল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে যাচ্ছেন।

দলের প্রতি আন্তরিকতার পরিচয় দিয়ে দলের সকল পর্যায়ের সদস্য, কী নবীন কী প্রবীণ, যার যার অবস্থান থেকে দলকে সচল রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ে সর্বসময় সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদানে আন্তরিক ও অঙ্গীকারবদ্ধ। সেকারনেই সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সেবাব্রতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ স্কাউট আন্দোলনের লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরেরও বেশী সময়ব্যপী অবদান রেখে চলেছে। সেবাব্রতীকে ভালবেশে স্কাউট পরিবারের অন্যতম সদস্য কাজী নাজমুল হক নাজু, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং), সৈয়দ রফিক আহমেদ, জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) সহ আরো অনেকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সেবাব্রতী তাই সাবলিল ভাবে দলের তরুণ সদস্যদের চাহিদার নীরিখে স্কাউট আন্দোলনের লক্ষ্য, মূলনীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে এবং পরিবার, সমাজ তথা দেশের জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শ নাগরিক তৈরীতে সক্ষম হচ্ছে।

সমাজ সেবা মূলক কাজে সেবাব্রতীর অবদান ব্যাপক। ১৯৭৬ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আয়োজিত ট্রাফিক সপ্তাহে সেবা প্রদানের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু। তারপর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরে এমন একটি উদাহরণও পাওয়া যাবে না যে, সমগ্র দেশ ব্যাপী বা স্থানীয় কোন দুর্যোগ দুর্বিপাকে সেবাব্রতী তার সেবার হাত প্রসারিত করেনি।

সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সেবাব্রতী দরিদ্র ছেলে মেয়েদের শিক্ষায় সহায়তা প্রদান করে আসছে। এর আওতায় ২০১৫ সালে কুড়িগ্রাম জেলার যাত্রাপুরের খাসের চরে আলী আমজাদ চর বিদ্যালয় নির্মাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। একই স্কুলে ২০১৫ এবং ২০১৬ সালের ৪৩ জন দরিদ্র ছেলে মেয়ের জন্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ এবং শিক্ষকদের ভাতা বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে গাজীপুরের শিববাড়ীতে পথশিশুদের শিক্ষায় সহায়তা দানের জন্য প্রতিষ্ঠিত সংগঠন - শিশুদের জন্য আমরা কে শিক্ষা উপকরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি বৎসর যাকাত বাবদ অর্থ সংগ্রহ করে দরিদ্র ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। দলের কাব ও স্কাউটরা প্রতি বৎসর শীত বস্ত্র সংগ্রহ করে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে। ২০১৫ সালের শেষে দলের রোভার স্কাউটরা কুড়িগ্রাম জেলার যাত্রাপুরের খাসের চরে ৬০টি দুস্থ পরিবারের মাঝে কম্বল বিতরণ করে। সেবাব্রতী স্কাউট পরিবারের সকল পর্যায়ের সদস্যগনের আর্থিক সহযোগিতায় এই কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হয়।

সমাজ সেবা মূলক কাজে সেবাব্রতীর অবদান ব্যাপক। ১৯৭৬ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আয়োজিত ট্রাফিক সপ্তাহে সেবা প্রদানের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু। তারপর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরে এমন একটি উদাহরণও পাওয়া যাবে না যে, সমগ্র দেশ ব্যাপী বা স্থানীয় কোন দুর্যোগ দুর্বিপাকে সেবাব্রতী তার সেবার হাত প্রসারিত করেনি।

সেবাব্রতী থেকে এযাবত ১০ জন কাব শাপলা কাব এ্যাওয়ার্ড, ১৮ জন স্কাউট প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট এ্যাওয়ার্ড ও ০৮ জন রোভার প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট এ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। সেবাব্রতীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১০ জন কাব শাপলা কাব এ্যাওয়ার্ড, ৩৭ জন স্কাউট প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট এ্যাওয়ার্ড অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন স্কাউট গ্রুপের ০৭ জন প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট ও প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট সেবাব্রতী স্কাউট গ্রুপে রোভার এবং লিডার হিসেবে অন্তর্ভূক্তি লাভ

করেছেন।

সেবাব্রতী স্কাউট গ্রুপের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট হচ্ছে অভিভাবকদের স্কাউট কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা। বিশেষ করে কাব ও স্কাউটদের প্রোগ্রাম ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষক বা পর্যবেক্ষক হিসেবে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা হয়। ফলে অভিভাবকগণ স্বীয় সন্তানদের স্কাউট কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করার পাশাপাশি তাদের প্রশিক্ষনে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে সমর্থ হন।

আলোকিত জীবনের অগ্রযাত্রায় সেবাব্রতী নিমগ্ন চিত্তে একটি কাজই বিগত চল্লিশ বৎসর ধরে করে এসেছে, আর তা হচ্ছে স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক ধ্যানধারনা অনুসরণ করে নিজ, পরিবার, সমাজ তথা দেশের জন্য কার্যকর মানুষ তৈরী করা। আরো সহজ করে উল্লেখ করতে গেলে স্কাউটিং এবং কেবলমাত্র স্কাউটিং করা। শুধুমাত্র একাডেমিক রেজাল্ট নয়, একজন কাব, স্কাউট বা রোভারকে সত্যিকার অর্থে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সেবাব্রতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপের নিরন্তর প্রয়াশ অব্যাহত আছে এবং থাকবে - এমনটাই বিশ্বাস।

এই স্বল্প পরিসরে সেবাব্রতীর অনন্যতার সমান্যই হয়তো তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। এটা সেবাব্রতীকে সবার কাছে পরিচিত করে তোলার ক্ষুদ্র একটি প্রয়াস মাত্র। অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হয়তো অবচেতন ভাবে বাদ থেকে গেল। অন্য কোন পরিসরে তা তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি রইল। তবে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। এই দীর্ঘ পথ চলায় সেবাব্রতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ দেশের বরেণ্য অনেক স্কাউট লিডার, বিভিন্ন পর্যায়ের স্কাউট সংগঠন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পেয়ে ধন্য হয়েছে। পরম শ্রদ্ধায় স্কাউট পরিবারের সেইসব নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক অভিবাদন ও অশেষ কৃতজ্ঞতা। স্কাউট পরিবারের বাইরেও যারা, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, সেবাব্রতীর চলার পথ মসৃণ করতে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন, অসামান্য অবদান রেখেছেন - বিনম্র চিত্তে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হল।

সকলের সার্বিক প্রয়াসে সেবাব্রতী এগিয়ে যাবে দুর থেকে বহু দুর ।

■ লেখক: শেলী ইসলাম

গার্ল ইন রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণে আর্নিং বাই লার্নিং কোর্স সম্পন্ন

বাংলাদেশ স্কাউটসের গার্ল ইন স্কাউট বিভাগের আয়োজনে ২০ জুন, ২০১৭ তারিখে জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকায় গার্ল ইন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণে দিনব্যাপী আর্নিং বাই লার্নিং কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। কোর্সে ঢাকার বিভিন্ন রোভার স্কাউট দলের ২৪জন গার্ল ইন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে আউট সোর্সিং, একাউন্ট খোলা, যোগাযোগ, প্রোফাইল তৈরি, পেমেন্ট সিস্টেম, অনলাইনে বিভিন্ন কাজের সুযোগ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শুরুতে কোর্সের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার(গার্ল ইন স্কাউটিং) জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি, সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব ফাহমিদা, জাতীয় উপ কমিশনার(গার্ল ইন স্কাউটিং) এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম)। প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আবদুস সালাম খান, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস। সভাপতিত্ব করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) এবং ধন্যবাদ জানান মাহবুবা খানম, জাতীয় উপ কমিশনার(গার্ল ইন স্কাউটিং) , বাংলাদেশ স্কাউটস।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

চিকুনগুনিয়া ভাইরাস

চিকুনগুনিয়া একটি ভাইরাস জনিত জ্বর যা আক্রন্ত মশার কামড়ের মাধ্যমে মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়। এ রোগটি ডেঙ্গু, জিকার মতই এডিস প্রজাতির মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায়।

রোগ লক্ষণ: রাগের প্রধান লক্ষণ হঠাৎ জ্বর আসা সঙ্গে প্রচন্ড গিটে গিটে ব্যথা। অন্যান্য লক্ষণ সমূহের মধ্যে আছে প্রচন্ড মাথা ব্যথা, শরীরে ঠান্ডা অনুভূতি (Chill), বমি বমি ভাব অথবা বমি, চামড়ায় লালচে দানা (Skin Rash) এবং মাংশপেশীতে ব্যথা (Muscle Pain)।

বাহক: এডিস ইজিপ্টি (Ades aegypti) এবং এডিস এলবোপিকটাস (Ades albopictus) মশার মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। সহজেই শরীরের ও পায়ের সাদা ও কালো ডোরাকাটা দাগ দেখে মশাগুলিকে চেনা যায়।

এডিস মশার বৈশিষ্ট্য: এডিস মশা সাধারণত বাড়ির ভেতরে ফুলের টব, এসি ও ফ্রিজের তলায় ও আশে-পাশে পরিত্যক্ত টায়ার, ডাবের খোসা জমাকৃত পানিতে ডিম পাড়ে। এ মশা সাধারণত দিনের বেলায়, সূর্যোদয়ের পর এবং সূর্যাস্তের পরপর সময়ে কামড়ায়।

কারা ঝুঁকির মুখে: এ মশাগুলি সাধারণতঃ পরিস্কার বদ্ধ পানিতে জন্মায় এবং যাদের আশে পাশে এ রকম মশা বৃদ্ধির জায়গা আছে, সে সব মানুষেরা বেশী ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

কিভাবে ছড়ায়: প্রাথমিকভাবে চিকুনগুনিয়া ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত Ades aegypti অথবা Ades albopictus মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। এছাড়াও চিকুনগুনিয়া ভাইরাস আক্রান্ত রক্তদাতার রক্ত গ্রহণ করলে এবং ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষার সময় অসাবধানতাবশতঃ এ রোগ ছড়াতে পারে।

মশার কামড় থেকে সুরক্ষা: মশার কামড় থেকে সুরক্ষাই চিকুনগুনিয়া থেকে বাঁচার সবচেয়ে ভালো উপায়। শরীরের বেশীর ভাগ অংশ ঢাকা রাখা (ফুল হাতা শার্ট এবং ফুল প্যান্ট পরা), জানালায় নেট লাগানো, প্রয়োজন ছাড়া দরজা জানালা খোলা না রাখা, ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করা, শরীরে মশা প্রতিরোধক ক্রীম ব্যবহার করার মাধ্যমে মশার কামড় থেকে বাঁচা যায়। শিশু, অসুস্থ রোগী এবং বয়স্কদের মশার কামড় থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে ।

মশার জন্মস্থান ধ্বংস করা

- আবাস্থল ও আশে পাশে মশার প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করতে হবে।
- নিয়মিত বাড়ির আশে পাশে পরিষ্কার করা।
- সরকারের মশা নিধক কর্মসূচিতে সহযোগীতা করা।

প্রতিরোধ

- মশার বিস্তার রোধে ফুলের টব, পরিত্যক্ত টায়ার, ডাবের খোসা, কনডেন্স মিল্কের পরিত্যক্ত কৌটা, এসি ও ফ্রিজের তলায় ইত্যাদিতে পানি জমতে দেয়া যাবে না। বাড়ির আঙিনা, নির্মানাধীন ভবনের পানির চৌবাচ্চা ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে।
- দিনেও ঘুমানোর সময় মশারী ব্যবহার করতে হবে।
- শরীরে অনাবৃত অংশে মশা প্রতিরোধক ক্রীম ব্যবহার করতে হবে।

রোগ সনাক্তকরণ

উপসর্গ সমূহ শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যে চিকুনগুনিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে ভাইরাসটি (Serology Ges RT-PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্ত করা যায়। বাংলাদেশ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)- এ চিকুনগুনিয়া রোগ নির্ণয়ের সকল পরীক্ষা করা হয়।

চিকিৎসা

চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমণের চিকিৎসা মূলত উপসর্গ ভিত্তিক। ব্যক্তিগত সচেতনতাই চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের প্রধান উপায়। আক্রান্ত ব্যক্তিকে বিশ্রাম নিতে হবে, প্রচুর পানি ও তরল জাতীয় খাবার খেতে হবে এবং প্রয়োজনে জ্বর ও ব্যথার জন্য Paracetamol Tablet এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক ঔষধ খেতে হবে। গিটের ব্যথার জন্য গিটের উপরে ঠান্ডা পানির শেক এবং হালকা ব্যায়াম উপকারী হতে পারে। প্রাথমিক উপসর্গ ভালো হওয়ার পর যদি গিটের ব্যথা ভালো না হয়, তবে অতিসত্বর চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক ঔষধ খেতে হবে। কোন কারণে রোগীর অবস্থার অবনতি হলে অতিশীঘ্র নিকটস্থ সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

পাহাড় ধসে উদ্ধার কাজে কাপ্তাই জেলা নৌ স্কাউটস

পাহাড় ধস পরবর্তী স্যানিটেশন স্থাপনে রাঙামাটি জেলা রোভার

পাহাড় ধসে উদ্ধার কাজে রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা রোভারের সদস্যগণ

পাহাড় ধসে উদ্ধার কাজে রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা রোভারের সদস্যগণ

পাহাড় ধস পরবর্তী বস্ত্র বিতরণ করছে বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম অঞ্চল

পাহাড় ধস পরবর্তী ত্রাণ বিতরণ করছে কাপ্তাই জেলা নৌ স্কাউটস

পাহাড় ধস পরবর্তী হাসপাতালে সেবা করছে
রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা রোভারের সদস্যগণ

পাহাড় ধস পরবর্তী হাসপাতালে সেবা করছে
রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা রোভারের সদস্যগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

এসডিজি বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার, পাশে উপবিষ্ট সভাপতি, সহ সভাপতি, ইউএনডিপি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর ও এ্যাকশন এইড এর কান্ট্রি ডিরেক্টর

এসডিজি বিষয়ক ওয়ার্কশপে উপস্থিত অতিথিগণ

এসডিজি বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় কমিশনার (সংগঠন)

এসডিজি বিষয়ক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

মেসেঞ্জার অব পিস ন্যাশনাল গ্যাদারিং এ অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

মেসেঞ্জার অব পিস ন্যাশনাল গ্যাদারিং এর একটি গেমে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জাতীয় বইপড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

জাতীয় বইপড়া প্রতিযোগিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

জাতীয় বইপড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের সাথে অতিথিবৃন্দ

জাতীয় বইপড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মকর্তা ও স্কাউটগণ

জাজিরা, শরিয়তপুরে ব্যাজ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকমণ্ডলী

খুলনায় বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকমণ্ডলী

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের সম্পর্কে প্রধান জাতীয় কমিশনারকে অবহিত করছেন প্রফেসর ড. মোঃ আফিফুল ইসলাম

মেসেঞ্জার অব গোল্ডেন রিবন এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

একজন ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর সাথে রোভার স্কাউট

মেসেঞ্জার অব গোল্ডেন রিবন এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মকর্তা ও রোভারদের একাংশ

ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি এয়ার রোভার দলের দীক্ষা অনুষ্ঠান

একটি কাব দলের দীক্ষা অনুষ্ঠান

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

স্কাউটদের চিত্রাংকন প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন
প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

চিত্রাংকনে অংশগ্রহণকারী স্কাউটদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন
প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

টিটিএল স্কাউটদের মাঝে টি-শার্ট বিতরণ করছেন
প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

টিটিএল স্কাউটদলের ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন
প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

ঢাকা জেলা রোভারের ইফতার ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিতিদের একাংশ

টিটিএল স্কাউটদলের ইফতার মাহফিলে উপস্থিত সদস্যদের একাংশ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

আর্নিং বাই লার্নিং প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সাথে জাতীয় কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং) জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি

আর্নিং বাই লার্নিং প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য রাখছেন
জাতীয় কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং) জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি

আর্নিং বাই লার্নিং প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সাথে
কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ আবদুস সালাম খান

ঢাকা রেলওয়ে জেলা কর্তৃক আয়োজিত গার্ল-ইন-স্কাউট উপদল নেতা কোর্সে
অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকমণ্ডলী

রাজশাহী মেট্রোপলিটন স্কাউটসের ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল সভায় কর্মকর্তাগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জাতীয় মেম্বারশীপ রেজিস্ট্রেশন ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

জাতীয় মেম্বারশীপ রেজিস্ট্রেশন ওয়ার্কশপে সমাজকল্যাণ সচিবকে উপহার দিচ্ছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

কমিউনিটি স্কাউটিং বিষয়ক ওয়ার্কশপে কর্মকর্তা ও অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

কমিউনিটি স্কাউটিং বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় কমিশনার (সংগঠন)

জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) কে কমিউনিটি স্কাউটিং বিষয়ক ওয়ার্কশপের স্মারক প্রদান করছেন ওয়ার্কশপ পরিচালক

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছবি আকাঁ

■ **পূর্ব প্রকাশের পরঃ**

আর বাংলাদেশ থেকে যারা এখানে পড়ছে তারাও দেখা করতে এসেছে। সত্যি ওয়ার্কশপ চলাকালীন সময়টা ভালো কেটেছে। সব স্যাররা বারবার এসেছে আমাদের হাতে ধরে টেম্পেরা শিখিয়ে দিয়েছে। তবে এই টেম্পেরা মাধ্যমটি লং প্রোসেসিং একটানা অনেকগুলো পাতলা লেয়ার দিয়ে দিয়ে পেইন্ট করতে হয়। না হলে টেম্পেরার আসল মজা-পাওয়া যাবেনা। রিম্পার টেম্পেরা (বেগুন বিষয়ক) ছবিটাই টেম্পেরার সাদ পাওয়া যায়। তবে প্রথম হিসেবে এবং অল্প সময়ে যে কাজ দাঁড়করাতে পেরেছি তা রজত স্যারের বক্তব্যে পাওয়া যায়।

সার্টিফিকেট দেয়ার দিন আমাদের প্রসংসা করে মহোদয়রা বার্জার (আমাদের) সঠিক শিল্পীদের পুরস্কার দিয়েছেন, কাজে তোমরা প্রমাণ করেছ। পুলক দা (স্যার) বলেছেন- 'আমরা কাজে খুব মনোযোগী ছিলাম'। নিখিল স্যার তো কাজে ও ভালবাসায় ভরিয়ে দিলেন। স্যারে বলেছেন 'আরো একটু সময় হলে ভালো হতো, তোমরা এ অল্প সময়ে টেম্পেরার যে রসদ গুণ রপ্ত করতে পেরেছ তাতেই আমি আনন্দিত, তোমাদের সবাইকে আমাদের ভাললেগেছে।" স্যার আমাদের পর্যবেক্ষণশক্তি, প্রবল নিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন। অবশেষে গ্রুপছবি তোলার মাধ্যমে ওয়ার্কশপের সমাপ্তি হয়। স্যাররা আমাদের বিভিন্ন যায়গা ভ্রমণের ব্যাপারে সহযোগিতা করেন , পুলকদা লোকেশনগুলো ডিটেইল বলে দেন যাতে কোলকাতার অলি-গলি চিনতে, কোথাও কোন ভোগান্তি হয়নি।

পরন্ত বিকেল বেলা রবীন্দ্র ভারতী অপরূপ রূপ ধারণ করে । সোনালী আলোয় সংগীত ভবনের দেয়ালের ম্যুরাল গুলো গৌরবর্ণ ধারণ করে আলোকিত করে ক্যাম্পাস।

গৌরমোহন পাহাড়ীর করা এ ম্যুরাল গুলো এক একটি বিশাল আকারের পেইন্টিং এর মতো দাঁড়িয়ে আছে সংগীত ভবনের দেয়াল জুড়ে। ছিমছাম পরিবেশ। ভবনের সামনেই তিন রুপিতে এককাপ দুধের চা খেতে অসাধারণ। কাধে ব্যাগ ঝোলানো ধুতিপরা, ফতুয়া গায়ে একজন শিক্ষককে দেখা গেলো সংগীত ভবন থেকে বেড়িয়ে আসছে। তাঁর অবয়বে সত্যি কারের সংগীতজ্ঞর পরিচয় মেলে। এ যেন শিক্ষকতা ছাড়া কিছুই বোঝে না। আমার মনে এলো রবী ঠাকুরের কথা "অধ্যাপকেরা চিরকালেই দরিদ্র"। এ যুগের মত রকস্টার নয় যে শুধু টাকা কামায়।

আমাদের ওয়ার্কশপ যেহেতু ১১.৩০টায় শুরু হতো এ সুযোগে আমরা খুব সকালে উঠে কলকাতার বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গায় চলে যেতাম।

সকাল ৭টার কাছাকাছি। রবীন্দ্রভারতী এখনও নিরব কোথাও একজন মানুষের পদচারনা নাই। পাখির কোলাহলে মুখরিত জায়গাটা। সত্যিমনে হয় বাগানে আছি। শহরের কাক ও সেখানে বিরাজমান তবে থেমে থেমে টিয়া পাখির ডাকটা বেশি শুনি। পিঠের উপর বিচিত্র রেখার কাঠ বিড়ালীটা মাটি থেকে গাছে আমার গাছ থেকে ডালে ডালে লাফা লাফি করছে। শান্ত সকালে কাঁচা রোদে ছড়িয়ে পড়ছে রবীন্দ্র ভারতীতে।

এমনি এক সকলে হাওরা ব্রিজ দেখার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম । আমরা উঠেছি হাওড়া ব্রিজ। যার নাম শুধু শুনে এসেছি, ছবিতে দেখেছি। গঙ্গা উপর বিশাল আঁকারে দাঁড়িয়ে আছে হাওড়া ব্রিজটি। এর নান্দনিক সৌন্দর্য কাছা-কাছি না আসলে পুরো পুরি বোঝা যাবেনা। গঙ্গার ঘাট থেকে স্নানরত মানুষ সহ ছবি নিলে বোঝা যায় এ সেতুটির আকার কত বড়। খিলানে খিলানে তৈরি এই ব্রিজটি দিয়ে শুধু বাস, গাড়ী চলে। সেতুর সাথে তুলনায় গাড়ি গুলো দেখতে খুবই ছোট। পাশেই হাওড়া নদী ঘাট। এখান থেকে মানুষ লঞ্চে করে সোভাবাজার সহ অন্যান্য দিকে যায়। ঘাটের পল্টুনে দাঁড়ালে দক্ষিণা বাতাসে মনজুড়ে যায়। এর সাথে রবীন্দ্র সঙ্গীতের মৃদু মুচ্ছনায় সত্যি মনভরে যায়। মনে হয় বসে থাকি ঘন্টার পর ঘন্টা। অপেক্ষা মান সাধারণ যাত্রীদের মুখে ফোটে কোলকাতা সুরের ভাষা যা ভিন্নদেশি হিসেবে আপনাকে বাড়তি আনন্দ দিয়েছে।

■ চলবে...

■ লেখকঃ মতুরাম চৌধুরী
সহকারি পরিচালক (আর্টস এন্ড ডিজাইন)
বাংলাদেশ স্কাউটস

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

০১.০৫.২০১৭ ॥ সোমবার
– দেশব্যাপী মহান মে দিবস পালিত হয়।

০২.০৫.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার
– দশম জাতীয় সংসদের পঞ্চদশ অধিবেশন শুরু হয়।

০৩.০৫.২০১৭ ॥ বুধবার
– ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (MRT) লাইন-৬ নির্মাণের জন্য তিনটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়।
– জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল ২০১৭ পাস হয়।

০৪.০৫.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার
– ২০১৭ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়।
– জাতীয় সংসদে গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতকারীদের শাস্তির বিধান রেখে আইন করার একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

০৫.০৫.২০১৭ ॥ শুক্রবার
– চীনের তৈরি প্রথম যাত্রীবাহী বিমানের সফল উড্ডয়ন।

০৭.০৫.২০১৭ ॥ রবিবার
– ঝিনাইদহের জঙ্গি আস্তানায় পরিচালিত হয় 'অপারেশন শাটল স্প্লিট'।

০৮.০৫.২০১৭ ॥ সোমবার
– জাতীয় সংসদে পাস হয় 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল ২০১৭'।

১১.০৫.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার
– পবিত্র শবে বরাত বা লাইতুল বরাত পালিত হয়।

১৪.০৫.২০১৭ ॥ রবিবার
– জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য ১,৬৪,০৮৪ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) অনুমোদিত।

১৫.০৫.২০১৭ ॥ সোমবার
– প্রথমবারের মতো অভিন্ন প্রশ্নে কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসের পরীক্ষা শুরু হয়।

১৬.০৫.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার
– এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১৪টি দেশের কারা উর্ধ্বতনদের অংশগ্রহণে প্রথমবারের মতো ঢাকায় চারদিনব্যাপী সম্মেলন শুরু হয়।

১৭.০৫.২০১৭ ॥ বুধবার
– বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম চুক্তির (TICFA) তৃতীয় বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত।

১৯.০৫.২০১৭ ॥ শুক্রবার
– 'বিশ্বজুড়ে বাংলা' স্লোগান নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সম্প্রচার শুরু করে বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল 'বাংলা টিভি'।

২২.০৫.২০১৭ ॥ সোমবার
– ঢাকা-খুলনা-কলকাতা সরাসরি বাস চলাচল শুরু হয়।

২৩.০৫.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার
– একাদশ সংসদ নির্বাচনের খসড়া রোডম্যাপ ঘোষণা করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

২৫.০৫.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার
– বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB) প্রথমবারের মতো দেশে স্মার্ট মিটার চালু করে।

বিদেশের খবর...

০২.০৫.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার
– অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইলি বসতি স্থাপনের নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনিস্কোর নির্বাহী বোর্ড।

০৩.০৫.২০১৭ ॥ বুধবার
– কানাডায় নাগরিকত্ব আইন পরিবর্তন সংক্রান্ত আইন 'বিল সি-৬' সিনেটে পাস।

০৪.০৫.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার
– ভ্যাটিকান সিটি ও মিয়ানমারের মধ্যে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত।

০৫.০৫.২০১৭ ॥ শুক্রবার
– ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটার মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয় দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট GSAT-9।
– সূর্যের নানা অবস্থায় ছবি তুলতে RAISE নামের সাউন্ড রকেট মহাশূন্যে পাঠায় মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (NASA)।

০৭.০৫.২০১৭ ॥ রবিবার
– ব্যাপক গোপনীয়তা এবং রহস্যের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ বিমান 'এক্স-৩৭বি' দুই বছর ধরে গোপন মিশন শেষে মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসে।

০৯.০৫.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার
– দক্ষিণ কোরিয়ার ১৯তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত।
– ইন্দোনেশিয়ার আদালত জাকার্তার ১৭তম গভর্নর বাসুকি জাহাজা পুরনামাকে ইসলাম ধর্ম অবমাননার দায়ে দুই বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে।

১২.০৫.২০১৭ ॥ শুক্রবার
– বিশ্বজুড়ে একযোগে 'র‍্যানসমওয়্যার' নামের বড় ধরনের সাইবার হামলার ঘটনা ঘটে।

১৪.০৫.২০১৭ ॥ রবিবার
– ফ্রান্সের ২৫তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।

১৮.০৫.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার
– প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করে নির্বাহী আদেশ জারি করেন ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তে।

২১.০৫.২০১৭ ॥ রবিবার
– লেবাননের পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৩১.০৫.২০১৭ ॥ বুধবার
– সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ১০ দিনব্যাপী ৭০তম বিশ্ব স্বাস্থ্য অ্যাসেম্বলি সমাপ্তি ঘটে।

■ সংকলক: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

ছড়া-কবিতা

বৃষ্টি
শিখর চৌধুরী

বৃষ্টি আমি –
বুক উজাড় করে জল ঢালি
তোমাদের তৃষ্ণা মেটাবার
আমিই যে সেবার মালি।

আমার কাব্য লেখেনা কেউ,
আমার কাব্য লেখার দরকারও যে নাই
আমি নিজেই যে কবি
কবিতা হয়েই ঝরি ॥

বাংলা কাক
জে এম কামরুজ্জামান

রংটি গায়ের কালো তোমার
নোংরা জায়গায় থাকো,
সারাদিন শুধু তুমি
ডাস্টবিনের ময়লা ঘাটো।

নোংরা করি সমাজ মোরা
তোমরা কর পরিষ্কার,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনা মোরা
করি শুধু তিরস্কার।

কালো বলে তোমায় মোরা
যতই করি ঘৃণা,
সবশেষে বলি মোরা
তুমিই কালো সোনা।

কোন পাখি এ কাজ করে
তুমি যাহা করো,
তোমায় পেয়ে মোরা–
এখন গর্বে গর্বিত।

লম্বা তোমার ঠোঁট পাখি
কর্কশ তোমার ডাক,
সব পাখির সেরা পাখি
তুমি বাংলার কাক।

কম্পিউটার : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা!!

কখনো মনে হয়েছে আপনার পার্সোনাল মেইল বক্সে কেন স্পাম মেইল জমা হয় না? কেন তাদের জন্য স্পাম ফোল্ডার রয়েছে, মেইল টা যে স্পাম মেইল সেটাই বা সিস্টেম কিভাবে বের করে তারপর সেই মেইলকে স্পাম ফোল্ডার এ জমা করে?

কিংবা ইউটিউব বা নেটফ্লিক্স এ খেয়াল করলে দেখবেন যে আপনি একটা ভিডিও, সিনেমা, টিভি সিরিজ দেখলে তারা সেই একই ক্যাটাগরির আরো ভিডিও, সিনেমা, টিভি সিরিজ সাজেস্ট করে। কিভাবে?

উপরের দুটি উদাহরণ সহ আরো এরকম কয়েকশ ক্ষেত্রে আজ যে টেকনোলজি ব্যবহার হচ্ছে তার নাম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। মানুষ যেরকম বুদ্ধিমান, মেশিন কে সেইরকম বুদ্ধিমান করার যে মহাযজ্ঞ সারা বিশ্ব জুড়ে চলছে তার নাম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এক কথায় মেশিন কে মানুষের সমান বুদ্ধিমত্তা দেয়ার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং হল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বিশেষ করে কম্পিউটার প্রোগ্রামক।

বুদ্ধি হচ্ছে জ্ঞান আহরণ করা এবং তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা। সাধারণ প্রোগ্রাম গুলো জ্ঞান আহরণ করতে পারে না। কিন্তু যে সব মেশিন বা প্রোগ্রাম এমন ভাবে তৈরি করা হয়, যেন নিজে নিজে কিছু শিখে নিতে পারে, সেগুলোকে আমরা বলি বুদ্ধিমান প্রোগ্রাম বা বুদ্ধিমান মেশিন। যেমন গুগল সার্চ প্রোগ্রামটা একটা বুদ্ধিমান প্রোগ্রাম। আমরা কিছু সার্চ করলে এটি আমাদের আগের সার্চ হিস্টোরি, বয়স, লোকেশন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে আমাদের সার্চ রেজাল্ট দেখায়।

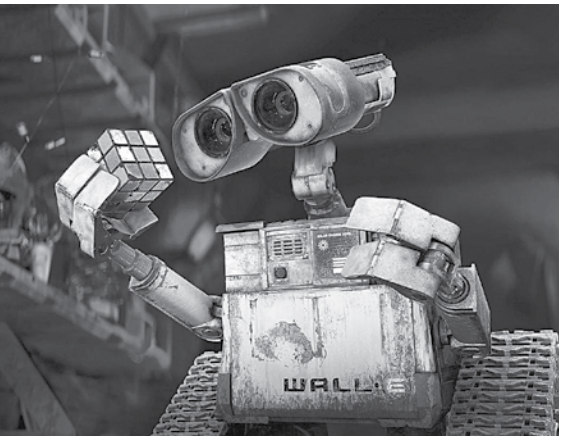

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারটা এতই আলোচিত হচ্ছে যে বিল গেটস তো বলেই বসেছেন, তিনি যদি আবার তরুণ বয়সে ফিরে যান, তাহলে যে তিনটি বিষয় নিয়ে পড়বেন, তার একটি হবে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স! সভ্য জগতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর কাজ শুরু হয় । ইংরেজ গণিতবিদ Alan Turing ১৯৪৭ সালে সর্বপ্রথম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে বক্তব্য দেন। প্রায় ওই সময় থেকেই বিজ্ঞানিগণ নিজ উদ্যোগে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন।

ইন্টারনেটে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইটে ঢুকতে গেলে, কোনো ফরম পূরণ করতে হলে এখন মানুষকে 'বলতে হয়', 'আই অ্যাম নট আ রোবট'। ক্যাপচা (সিএপিটিসিএইচএ বা কমিপি-টলি অটোমেটেড পাবলিক তুরিং টেস্ট টু টেল কম্পিউটারস অ্যান্ড হিউম্যান অ্যাপার্ট) নামের এই পরীক্ষা এখন ইন্টারনেটজীবীদের হরহামেশাই দিতে হয়। ঝামেলা হলো, আপনি যে রোবট নন, তার পরীক্ষা কিন্তু কোনো মানুষ নেয় না। সেটি যাচাই করে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম, বলা ভালো, একটা যন্ত্র! কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি যন্ত্র!

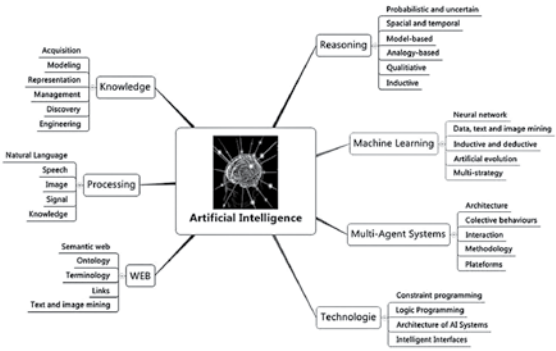

আমাদের হাতের স্মার্টফোনটিতে অনেকগুলো ANI প্রোগ্রাম রয়েছে। ফোনের সবচেয়ে সফল ANI প্রোগ্রাম হচ্ছে সিরি বা কর্টনা। এছাড়া গুগলের Allo হচ্ছে ANI এর একটা চমৎকার প্রয়োগ। Allo এখনো ব্যবহার করে না থাকলে একটু ইন্সটল করে ব্যবহার করে দেখুন। গুগল এসিস্টেন্ট এর সাথে চ্যাট করুন। বুঝতে পারবেন AI কতটুকু উন্নত হয়েছে। গুগলের সেলফ ড্রাইভিং কার ANI এর সফল প্রয়োগের উদাহরণ। ফেসবুক নিজেও ANI ফ্যাক্টরি বলা যায়। অ্যামাজন বা সব বড় বড় ওয়েব সাইটেই ANI এর ব্যবহার রয়েছে। নিউক্লিয়ার প্যান্ট গুলো পরিচালনা করতে ANI সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

কম্পিউটারের প্রসেসিং পাওয়ার বাড়ার সাথে সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আবার রিসার্চ শুরু হয়েছে। কিছুদিন আগে Facebook, Google, Amazon মিলে AI এর উপর রিসার্চ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। Elon Musk গঠন করেছেন OpenAI নামক পাটফরম।

■ বাকী অংশ পরের সংখ্যায়...

■ তথ্য সংগ্রহ: অলক চক্রবর্তী
সহকারি পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল

খেলাধুলা

আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাস (১৯৯৮-২০১৩)

দেখতে দেখতে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বয়স প্রায় বিশ বছর হতে চলল। এবার আমরা মর্যাদাকর এ টুর্নামেন্টের ইতিহাসে চোখ বুলাবো।

ক্রিকেটের উন্নয়নে তহবিল গঠনের লক্ষ্যে আয়োজিত এ টুর্নামেন্টের প্রাথমিক নাম ছিল 'মিনি বিশ্বকাপ'। ঢাকায় ১৯৯৮ সালে টুর্নামেন্টের প্রথম আসর অনুষ্ঠিত হয়। লন্ডনের ওভালে ১ জুন বাংলাদেশ ও স্বাগতিক ইংল্যান্ডের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে মাঠে গড়াবে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অষ্টম আসর। ইংল্যান্ডের মাটিতে ১-১৮ জুন তৃতীয়বার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মর্যাদাকর এ টুর্নামেন্ট। এবারের আসরে অংশ নিতে পারছে না এক সময় ক্রিকেট বিশ্বকে শাসন করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যা দেশটির ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে লজ্জার বিষয়। ২০১৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষ আট দলে থাকতে না পেরে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের অযোগ্য হয়ে পড়ে ক্যারিবিয়রা। পক্ষান্তরে ২০০৬ সালের পর বাংলাদেশ প্রথমবার অংশ নিচ্ছে এ টুর্নামেন্টে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গত সাত আসরের চিত্র

০১. সাল: ১৯৯৮, আয়োজক: বাংলাদেশ

৫০ ওভারের টুর্নামেন্টটির প্রথম দুই আসরের নাম ছিল 'আইসিসি নকআউট'। উদ্বোধনী আসরের আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'উইলস ইন্টারন্যাশনাল কাপ'। ঢাকায় ২৪ অক্টোবর-১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রথম আসরের শিরোপা জয় করে দক্ষিণ আফ্রিকা। যা এ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ও শেষ আইসিসি ইভেন্টের শিরোপা জয়। হ্যান্সি ক্রোনিয়ের নেতৃত্বাধীন প্রোটিয়ারা সেমিফাইনালে বৃষ্টি আইনে শ্রীলংকাকে ৯২ রানে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে। এরপর জক ক্যালিসের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে উদ্বোধনী আসরের শিরোপা জয় করে দক্ষিণ আফ্রিকা। তিন ম্যাচে ১৬৪ রান ও ৮ উইকেট শিকার করে ম্যাচ ও টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার লাভ করে ক্যালিস।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– টুর্নামেন্ট সেরা ইনিংস-অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শচিন টেন্ডুলকারের ১৪১ রান। মাইকেল ক্যাচপ্রোভিচের নেতৃত্বাধীন অসি বোলিং আক্রমণের বিপক্ষে তার খেলার ধরনটি ছিল তুমুল উত্তেজনাপূর্ণ। তার ইনিংসটিতে ১৩ চার ও ৩টি ছক্কার মার ছিল।

০২. সাল: ২০০০, আয়োজক: কেনিয়া

এক নাগারে দ্বিতীয়বার ভারতের প্রথম ম্যাচ ছিল অধিনায়ক স্টিভ ওয়াহর নেতৃত্বাধীন শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ভারতের হয়ে অভিষেক হওয়া যুবরাজ সিংয়ের ৮০ বলে ৮৪ রানের এক দুর্দান্ত ইনিংসে ভর করে অপ্রত্যাশিতভাবে ২০ রানের জয় পায় টিম ইন্ডিয়া এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় করে। সেমিফাইনালে নতুন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলির ১৪১ রানের (দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে) সুবাদে ফাইনাল নিশ্চিত করে ভারত। অপর সেমিতে শেন ও'কনর ও রজার টুজের অসাধারণ নৈপুণ্যে পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে নিউজিল্যান্ড।

ফাইনালে সৌরভ গাঙ্গুলির ১১৭ রানের একটি ঝলমলে ইনিংসের পর ক্রিস কেয়ার্নসের অপরাজিত ১০২ রানের সুবাদে প্রথমবারের মত আইসিসির কোন ইভেন্টের শিরোপা জয় করে কিউইরা। টুর্নামেন্ট চলাকালে কিউইদের বেশ কয়েকজন তারকা খেলোয়াড় ইনজুরিতে পড়ায় এ শিরোপা জয় নিউজিল্যান্ড দলে ভিন্ন মাত্র এনে দেয়। ইনজুরির কারণে কেয়ার্নস, ড্যানিয়েল ভেট্টরি এবং ডিওন ন্যাশ সেমিফাইনাল খেলতে

পারেননি। তবে অন্যরা ঠিকই দাঁড়িয়েছেন যে কারণে তাদের শিরোপা জয়।

০৩. সাল: ২০০২, আয়োজক: শ্রীলংকা

গ্রুপ পর্বে দারুণ ফর্মে ছিল শ্রীলংকা দল এবং সেমফিাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পর দ্বিতীয় আইসিসি টুর্নামেন্ট জয়ের হাতছানি ছিল উপমহাদেশের দলটির সামনে।

গ্রুপ পর্বে জিম্বাবুয়ে ও ইংল্যান্ডকে হারানোর পর সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল দ্বিতীয়বার আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ওঠে। ফাইনালে স্বাগতিক শ্রীলংকার মোকাবেলা করে ভারত। কিন্তু ফাইনালে বিঘ্ন ঘটায় বৃষ্টি। নির্ধারিত দিনের পর রিজার্ভ দিনেও বৃষ্টির কারণে শেষ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলংকাকে যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে আইসিসি। ভারতের বীরেন্দার শেবাগ টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ ২১ রান করেন। পক্ষান্তরে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ ১০ উইকেট শিকার করেন শ্রীলংকার মুত্তিয়া মুরলিধরন।

■ বাকী অংশ পরের সংখ্যায়...

■ **অগ্রদূত ক্রীড়া প্রতিবেদক**

নাফ ট্যুরিজম পার্ক

কক্সবাজারের টেকনাফ শহরে ঢোকার মুখে নেটং পাহাড় থেকে দেখা যায় একটি দ্বীপ। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে নাফ নদের মাঝখানের এ ছোট্ট দ্বীপের নাম 'জালিয়ার দ্বীপ'। এ দ্বীপেই গড়ে তোলা হচ্ছে দেশের পর্যটন খাতে প্রথম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) 'নাফ ট্যুরিজম পার্ক'। প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে এ অঞ্চলের উন্নয়ন কাজ হবে। টেকনাফ ও মিয়ানমারের মাঝখানে পাহাড় ও নদীর সমন্বয়ে প্রায় ২৭২ একরের এ প্রাকৃতিক দ্বীপে ট্যুরিজম পার্কের কাজ উদ্বোধন করা হয় ৬ মে ২০১৭। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) তত্ত্বাবধানে এ পার্কের উন্নয়ন হবে। পার্কটি ২০১৮ সালের মধ্যেই পর্যটকদের জন্য দৃশ্যমান হয়ে উঠবে। তবে পুরো কাজ শেষ করতে দুই বছর লাগবে। 'ডিজাইন বিল্ড ফিন্যান্স অপারেট অ্যান্ড ট্রান্সফার' (ডিবিএফওটি) পদ্ধতিতে ৫০ বছর মেয়াদে এ পর্যটন এলাকা গড়ে তোলা হবে। টেকনাফ পৌরসভা থেকে দুই কিলোমিটার দূরে এ পর্যটন কেন্দ্রের অবস্থান। এতে হোটেল কমপ্লেক্স, ইকো-ট্যুরিজম, রিক্রিয়েশনাল ট্যুরিজম, বিজনেস ট্যুরিজম, স্পোর্টস অ্যান্ড এক্সট্রিম ট্যুরিজম, ওয়াটার ট্যুরিজম, এডুকেশন অ্যান্ড হেলথ ট্যুরিজম ও অ্যাকুয়া পার্কসহ পর্যটনকেন্দ্রিক বিভিন্ন শিল্প গড়ে তোলা হবে। এ পার্কে জাহাজে যাতায়াতের ব্যবস্থাও করা হবে।

পর্যটনকেন্দ্র হবে সোনাদিয়া দ্বীপ

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার সোনাদিয়া দ্বীপকে একটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এজন্য এ দ্বীপের ৯,৪৬৭ একর জমি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে (বেজা) দীর্ঘ মেয়াদে বন্দোবস্ত দেয়া হয়। বেজা সোনাদিয়া দ্বীপে পর্যটকদের জন্য পর্যটনকেন্দ্র, আবাসিক এলাকা, আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে সরকারের কাছ থেকে এ জমি বরাদ্দ নেয়। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সেখানে পর্যটন কেন্দ্র শহর গড়ে তোলা হবে।

কক্সবাজার জেলার তথ্য বাতায়ন অনুযায়ী, সোনাদিয়া দ্বীপটি কক্সবাজার শহর থেকে সাত কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সাগরগর্ভে অবস্থিত। তিনদিকে সমুদ্রসৈকত ঘেরা দ্বীপটির আয়তন প্রায় ৯ বর্গকিলোমিটার। সোনাদিয়া মূলত সাগরতলায় ঢাকা বালিয়াবাড়ি, কেয়া-নিসিন্দার ঝোঁপ, ছোট-বড় খালবিশিষ্ট প্যারাবন। এটি কক্সবাজারের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। এ দ্বীপে ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে। সেখানকার সাগরের পানি কক্সবাজারের মতো ঘোলা নয়, গভীর এবং নীল। এ দ্বীপে প্রচুর লাল কাঁকড়া ও সামুদ্রিক পাখি রয়েছে।

ভ্যাটে 'অ আ ক খ'

১ জুলাই ২০১৭ থেকে বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২। ২৭ নভেম্বর ২০১২ জাতীয় সংসদে পাস হওয়া আইনটি কার্যকর হলে রহিত হয়ে যাবে ১০ জুলাই ১৯৯১ পাস হওয়া মূল্য সংযোজন কর আইনটি। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বাংলাদেশ ভ্যাট (VAT) নামেই পরিচিত। VAT'র পূর্ণরূপ Value Added Tax। এটা ভোক্তার ওপর আরোপিত কর। হিসাবনির্ভর আধুনিক কর হলো ভ্যাট। একটি পণ্য আমদানি বা উৎপাদন থেকে খুচরা পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে যে মূল্য সংযোজন হবে, এর ওপরেই ভ্যাট বসে। এ কর উৎপাদন থেকে খুচরা বিক্রি পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে আরোপ ও আদায় করা হলেও চূড়ান্তভাবে কেবল পণ্য বা সেবার ভোক্তাকে বহর করতে হবে। অর্থাৎ ভ্যাট কখনোই ব্যবসায়ী বা বিক্রেতার দায় নয়। শেষ পর্যন্ত এটি পরিশোধ করেন ভোক্তারাই।

জার্মান শিল্পপতি ড. উইলহেম ভন সিমেন্স ১৯১৮ সালে সর্বপ্রথম ভ্যাট ধারণার সূত্রপাত করেন। ফ্রান্সের কর বিভাগের যুগ্ম পরিচালক ও আমদানি শুল্ক বিভাগের মহাপরিচালক মরিস লর সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে ১০ এপ্রিল ১৯৫৪ Tax Sur La Valeure Adjoutee নামে ভ্যাট ব্যবস্থা চালু করেন। ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে সরকার গঠিত Tax Enquiry Commission বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ভ্যাট সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করে। এরপর ২ জুন ১৯৯১ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশক্রমে 'মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১' জারি করা হয় এবং এর কার্যকারিতা ১ জুলাই ১৯৯১ থেকে প্রদান করা হয়। অতঃপর ১০ জুলাই ১৯৯১ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অধ্যাদেশটি 'মূল্য সংযোজন কর, ১৯৯১' হিসেবে অনুমোদন লাভ করে।

বর্তমানে ১৬০টি দেশে ভ্যাট ব্যবস্থা চালু আছে। একেক দেশে একেক রকম ভ্যাট হার রয়েছে। যে দেশে হিসাব ব্যবস্থা উন্নত, সেই দেশে ভ্যাট হার বেশি হলেও তা আদায়ে সমস্যা হয় না। এজন্য ইউরোপ, আমেরিকাসহ উন্নত দেশে ভ্যাট হার বেশি। তবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশেই ভ্যাট হার সবচেয়ে বেশি।

আরও আট হাসপাতালে পরমাণু চিকিৎসাসেবা

দেশের সরকারি আটটি গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালে চালু হতে যাচ্ছে পরমাণ চিকিৎসাসেবা। হাসপাতালগুলো হচ্ছে- ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট, মহাখালী হাসপাতাল এবং পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ ও সাতক্ষীরা সরকারি হাসপাতাল। এসব হাসপাতালের ক্যাম্পাসে আটটি Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences (INMAS) স্থাপনের মাধ্যমে পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে চিকিৎসা দেয়া হবে। গরিব ও সাধারণ মানুষ কম খরচে পাবেন থাইরয়েড, কিডনি, লিভার, বোন ক্যান্সারসহ নানা রোগের ডায়াগনোসিস ও চিকিৎসাসেবা।

দেশের ১৪টি সরকারি হাসপাতালের INMAS ও বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের National Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences (NINMAS)-এ আধুনিক পরমাণু চিকিৎসাসেবা দেয়া হচ্ছে। বিদ্যমান INMAS-এ সিটি স্ক্যান, থাইরয়েড স্ক্যান, আল্ট্রাসনোগ্রাম, কালার ডপলার এবং রেডিওইমিউনোএ্যাসের জন্য একসেট কম্পিউটারাইজড গামা ওয়েল কাউন্টার ও অন্যান্য সুবিধাসহ রয়েছে ইন-ভিট্রো ল্যাব। পরমাণু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে রোগীদের স্প্লিন, অস্থি, কিডনি, থাইরয়েড গ্রন্থি, মস্তিষ্ক, যকৃত এবং অন্যান্য স্ট্যাটিক ও ডায়নামিক সিন্টিগ্রাফি সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা দেয়া হয়।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

লোহিত সাগরের পানি কিন্তু লালা নয়

ভারত মহাসাগরের একটি বর্ধিত অংশ লোহিত সাগর (Red Sea), যা আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশকে পৃথক করেছে। এটা দক্ষিণে বাব-এল-মান্দের প্রণালী ও এডেন উপসাগরের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরের সাথে যুক্ত। সাগরটির উত্তরাংশে সিনাই উপদ্বীপ, আকাবা উপসাগর এবং সুয়েজ উপসাগর অবস্থিত। লবণাক্ত এ সাগরের দৈর্ঘ্য ২,২৫০ কিমি বা ১,৩৯৮ মাইল ও সর্বাধিক ৩৫৫ কিমি বা ২২০.৬ মাইল প্রশস্ত। এর গড় গভীরতা প্রায় ৪৯০ মিটার বা ১,৬০৮ ফুট। আশপাশের মরুভূমির উত্তপ্ত বালু এটি বৃষ্টিপাতের অভাবে সাগরের পানি বাষ্পীভূত হওয়ায় লবণাক্ততা বেড়ে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে লবণাক্ত বেড়ে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে লবণাক্ত সাগরগুলোর একটিতে পরিণত হয়ছে। এখানে প্রায় ১,০০০ প্রজাতির অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও ২০০ প্রকার নরম ও শক্ত প্রবালের বাস রয়েছে। আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মত, এর নামের সাথে 'Red' যুক্ত হয়েছে 'দক্ষিণ দিক' (South) বোঝাতে। উল্লেখ্য, কিছু ভাষায় দিক বোঝাতে রঙের নাম ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ লোহিত সাগরের পানি বা অন্য কিছু লাল নয়।

কেন হয়?

পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে কেন?

– নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে পৃথিবীর সোজা পথে চলার প্রবণতা এবং সূর্যের মহাকর্ষ বল পৃথিবীকে টেনে ধরায় পৃথিবী না থেমে সূর্যের চারপাশে ঘোরে।

বজ্রপাতের সময় খোলাস্থানে থাকা উচিত নয় কেন?

– বজ্রপাত অর্থাৎ মেঘে সঞ্চিত চার্জ সবচেয়ে কম দূরত্বে ও কম সময়ে বিপরীত চার্জের সাথে মিলিত হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়। তাই খোলা বিস্তৃত প্রান্তরে থাকলে মাথা কম দূরত্বে থাকে বলে বজ্রপাতের সময় খোলা স্থানে থাকা উচিত নয়।

পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষের মান শূন্য কেন?

– পৃথিবীপৃষ্ঠে বস্তুর ওপর অভিকর্ষ বল সবচেয়ে বেশি। বস্তুকে পৃথিবীর কেন্দ্রে নিতে থাকলে বল কমতে থাকবে এবং কেন্দ্রে নেয়ার পর চারপাশের প্রায় সমান আকর্ষণের ফলে বস্তুটির ওপর প্রযুক্ত অভিকর্ষ বল শূন্য হয়ে যাবে।

নারী-নিষিদ্ধ দ্বীপ

নারীদের যাওয়া নিষিদ্ধ এমন একটি দ্বীপ রয়েছে জাপানে। দ্বীপটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণার সুপারিশ করেছে ইউনেস্কো। 'ওকিনোশিমা' নামে দক্ষিণ-পশ্চিম জাপানের এ দ্বীপটিকে খুবই পবিত্র বলে মনে করা হয়। এ কারণেই সেখানে শুধু পুরুষদের প্রবেশাধিকার রয়েছে, নারীদের যেতে দেয়া হয় না। ওকিনোশিমা দ্বীপটিতে আছে মুনাকাটা তাইশা ওকিতুসুমিয়া নামের একট মন্দির। এটি সমুদ্রের দেবীর সম্মানে তৈরি। জাহাজের নিরাপদ যাত্রার জন্য এখানে নানা রকমের আচার-অনুষ্ঠান পালিত হতো। শুধু নারী প্রবেশে নিষেধাজ্ঞাই নয়, পুরুষদের প্রবেশেও রয়েছে নানা-রীতি। তাদের প্রথমে উলঙ্গ হয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয়। যারা দ্বীপে যাবেন, তারা সেখানে যাওয়ার বিবরণ অন্য কাউকে কখনো বলতে পারেন না। শুধু তাই নয়, দ্বীপ থেকে ফেরার সময় ভ্রমণকারী পুরুষদের কোনো নিদর্শনও নিয়ে আসতে দেয়া হয় না। এমনকি ছেঁড়া ঘাসও।

রহস্যময় দ্বীপ

পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে রহস্যঘেরা বহু দ্বীপ-উপদ্বীপ। 'বোভেট' নামে একটি দ্বীপ রয়েছে মেরু অঞ্চলে, যে দ্বীপটিকে এ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া দ্বীপের মধ্যে সবচেয়ে রহস্যময় আর দুর্গম বলা হয়। বোভেট দ্বীপে যে কখনো মানববসতি গড়ে উঠেছিল তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। দ্বীপটির আয়তন ৭৫ বর্গমাইল। পুরোটা দ্বীপ বরফে ঢাকা। তাই উল্লেখযোগ্য কোনো প্রাণীও সেখানে নেই বলে মনে করা হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বোভেট দ্বীপে শুধু পেঙ্গুইন, সিল আর দুই এক প্রজাতির সামুদ্রিক পাখির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

জাপানে 'পাঁচতারা ট্রেন'

জাপানে আগে থেকেই ছিল বুলেটের সমান গতির ট্রেন 'শিংকানসেন'। সম্প্রতি তার সাথে যুক্ত হয় 'শিকি-শিমা' নামের নতুন এক ট্রেন। ৮ মে ২০১৭ যাত্রা শুরু করে ট্রেনটি। নতুন শুরু হওয়া এ ট্রেনকে বলা যায় 'পাঁচতারা ট্রেন'। কারণ এ ট্রেনে যাত্রীদের জন্য রয়েছে পাঁচতারা হোটেলের মতো বিলাসবহুল ব্যবস্থা। দক্ষ, পেশাদার রাঁধুনী, গোসলের জন্য বাথটাব এবং আগুন পোহানোর জন্য রয়েছে ফায়ারপ্লেস। চলন্ত ট্রেনে বসে আপনি পেতে পারেন হোটেলের মতোই ঘরোয়া পরিবেশ। যে কোনো ব্যক্তির ৬০ ঘন্টার এ ট্রেন ভ্রমণে গুণতে হবে ৮,৫০০ ডলার।

গরু ছাড়াই গরুর দুধ!

'গরু ছাড়াই গরুর দুধ' পাওয়ার বিষয়টি হাস্যকর ও কল্পনার মতো শোনালেও এবার গরুর দুধের জন্য দরকার হবে না গাভী। বিয়ার যেভাবে বানানো হয়, ঠিক সে প্রযুক্তি অনুকরণ করে তৈরি করা হচ্ছে কৃত্রিম দুধ। যুক্তরাষ্ট্রের 'পারফেক্ট ডে' নামের একটি কোম্পানি ২০১৭ সালের শেষের দিকে বাজারে আনবে পণ্যটি। বিস্ময়কর এ পণ্য তৈরিতে নিয়োজিত দুই তরুণ বায়োমেডিকেল প্রকৌশলী রায়ান পান্ডিয়া ও পেরুমাল গান্ধ। স্বাদ, মান ও পুষ্টিগুণে গরুর আসল দুধের মতোই এ দুধে কোনো ল্যাকটোজ নেই।

রেকর্ড বটে!

৫৩ বছর বয়সী ফরাসি নাগরিক প্যাসকল পিচ। তিনি একজন পেশাদার ক্রীড়াবিদ। রেকর্ড ভাঙ্গা ও গড়া তার শখে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে তার অন্তত ১০টি রেকর্ড রয়েছে। তবে তার এবারের রেকর্ডটি ছিল ব্যতিক্রমী। সম্প্রতি তিনি একটি সাধারণ সাইকেলে দ্রুততম সময়ে ৩০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন। এর আগে ছয় দিনে একটি সাধারণ মানের সাইকেল দিয়ে সর্বোচ্চ দূরত্ব অতিক্রম করে রেকর্ড গড়েছিলেন প্যাসকল। ঐ সময় দিনে গড়ে ৬০০ কিলোমিটার করে দূরত্ব অতিক্রম করে তিনি।

■ তথ্য সংগ্রহ: সালেহীন সিরাত

পথ শিশুদের সাথে প্রধান জাতীয় কমিশনারের ইফতার

পথশিশুদের স্কাউটিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস ২০০৭ সালে টিকেট টু লাইফ (টিটিএল) নামে স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু করে। এই স্কাউট গ্রুপের সদস্যরা বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত। কেউবা রাস্তায় পেপার বিক্রি করে, কেউ বাজারে সবজি কুড়িয়ে বিক্রি করে। এমন পেশার ছেলে মেয়েদের স্কাউটিং কার্যক্রমের আওতায় এনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষ করে গড়ে তোলাই টিকেট টু লাইফ (টিটিএল) স্কাউটিংয়ের মুল লক্ষ্য। এশিয়া-প্যাসিফিক স্কাউট অঞ্চলের সহযোগিতায় বাংলাদেশ স্কাউটসের বর্তমান প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ স্কাউটসের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে এই কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেছিলেন। শুরুর দিকের কয়েকজন পথশিশু আজ লেখাপড়া শিখে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে পথশিশুদের নিজেদের জীবনকে পরিচয় করিয়ে দেয়া যার নাম টিকেট টু লাইফ। বাংলাদেশে ঢাকা এবং ঢাকার বাহিরে এমন ১২টি স্কাউট দল আছে। ঢাকায় অবস্থিত টিকেট টু লাইফ (টিটিএল) এর সদস্যদের জন্য ১৯ জুন, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরে আয়োজন করা হয় স্কাউট'স ওন, ইফতার ও দোয়া মাহফিল। স্কাউট'স ওন, ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পথশিশুদের সাথে ইফতার করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, এনডিসি, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর, টিকেট টু লাইফ (টিটিএল) ও রেক্টর, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), জনাব মু. তৌহিদুল ইসলাম, জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন), জাতীয় উপ কমিশনারগণ, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ, অঞ্চল ও জেলার কর্মকর্তাগণ।

জাতীয় মেম্বারশীপ রেজিস্ট্রেশন ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটসের মাঠ পর্যায় সম্পূর্ণরূপে রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম চালুকরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ৮টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন/অঞ্চল রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩ জুন ২০১৭ জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকায় জাতীয় মেম্বারশীপ রেজিস্ট্রেশন ওয়ার্কশপ বাস্তবায়ন করা হয়। উপজেলা/মেট্রোপলিটন/অঞ্চলগুলো হল– গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানি, মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলা, পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলা, রাজশাহী মেট্রোপলিটন, বান্দরবান জেলার সদর উপজেলা, হবিগঞ্জ সদর, সিলেট মেট্রোপলিটন ও এয়ার অঞ্চল।

সকালে ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ জিল্লার রহমান, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, মেম্বারশীপ রেজিষ্ট্রেশন বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস। স্বাগত বক্তব্য দেন মুনশী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার (মেম্বারশীপ রেজিষ্ট্রেশন) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। ওয়ার্কশপে কিনোট উপস্থাপন করেন মুনশী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার (মেম্বারশীপ রেজিষ্ট্রেশন)। রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, জনাব এস এম ফেরদৌস, জাতীয় উপ কমিশনার (মেম্বারশীপ গ্রোথ)। ওয়ার্কশপে জাতীয়, অঞ্চল ও উপজেলার মোট ৭০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ম্যাসেঞ্জার অব পিস (এমওপি) ন্যাশনাল গ্যাদারিং

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ম্যাসেঞ্জার অফ পিস (এমওপি) কার্যক্রমের আওতায় মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকায় ২০ জুন ২০১৭ দিনব্যাপী ম্যাসেঞ্জার অব পিস (এমওপি) ন্যাশনাল গ্যাদারিং আয়োজন করা হয়। এই গ্যাদারিংয়ে ঢাকা জেলা রোভার, ঢাকা জেলা রেলওয়ে, ঢাকা জেলা নৌ, ঢাকা জেলা, নরসিংদী জেলা রোভার, নারায়ণগঞ্জ জেলা রোভার, মুন্সীগঞ্জ জেলা রোভার এবং গাজীপুর জেলা রোভারের ১২০ জন রোভার স্কাউট ও গার্ল ইন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করেন। গ্যাদারিংয়ে এমওপি'র পটভূমি, এমওপি প্রজেক্ট সম্পর্কে আলোচনা ও বাংলাদেশে এমওপি কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা, নেটওয়ার্কিং গেম, scout.orgতে এমওপি আইডি খোলা, সার্ভিস আওয়ার লগইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান, স্টোরি টেলিং; এসাইনমেন্ট এবং সম্প্রতি পার্বত্য জেলায় ভূমিধসে নিহত প্রতি সমবেদনা জানিয়ে পিস ট্রি (স্বাক্ষরতা কার্যক্রম) পরিচালনা করা হয়। এই কার্যক্রম সমন্বয় করেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর, বাংলাদেশ এমওপি। কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করেন জনাব এএইচএম শামছুল আজাদ, চৌধুরী মেহের ই খুদা দ্বীপ,জনাব মোঃ আকতার হোসেন, জনাব মোঃ আশিকুজ্জামান, জনাব মোঃ মাঈনুল হক, জনাব এসএম হায়াত আহমেদ, জনাব ইরেশ রহমান ও জনাব রুমন।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

জেলা মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস, কিশোরগঞ্জ জেলার ১২তম মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে। জেলা স্কাউটস ভবনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কিশোরগঞ্জ জেলা রোভার স্কাউটসের কমিশনার প্রফেসর রবীন্দ্র নাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে দিনব্যাপি এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন কিশোরগঞ্জ জেলা স্কাউটসের কমিশনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইটিসি গোলাম মোহাম্মদ ভূইয়া। জেলা স্কাউটসের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হাবিবা আক্তার রিপা'র সঞ্চালনায় এতে বক্তৃতা করেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা স্কাউটসের সহকারী কমিশনার এম এ আফজল, ঢাকা আঞ্চলিক স্কাউটসের উপ কমিশনার (আইন ও বিধি) অ্যাডভোকেট আহসানুল মোজাক্কির এএলটি, জেলা স্কাউটসের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর। বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা উপজেলা স্কাউটস সম্পাদক, উপজেলা স্কাউটস লিডার, উপজেলা কাব লিডারগণ উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কশপে আগামি এক বছরের জন্য স্কাউটস কার্যক্রমের একটি বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

■ খবর প্রেরক: এম এ আউয়াল মুন্না
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

ঢাকা আঞ্চলিক ট্রেনার্স কনফারেন্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ১৮তম ঢাকা আঞ্চলিক ট্রেনার্স কনফারেন্স ০৮-০৯ মে, ২০১৭ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুক্তাগাছায় অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে ঢাকা অঞ্চলের ২১ জন লিডার ট্রেনার, ৬০ সহকারী লিডার ট্রেনার, ২০ জন কর্মকর্তা ও সাপোর্ট স্টাফসহ সর্বমোট ১১০ জন অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহনকারীগণকে ৫টি গ্রুপে ভাগ করে গ্রুপের নামকরণ করা হয় বিশ্বাসী, বন্ধু, বিনয়ী, সদয় এবং মিতব্যয়ী। ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন জনাব উত্তম কুমার হাজরা, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ)। কনফারেন্সের ৫টি উদ্দেশ্য। যথা– বিগত বছরের ট্রেনিং কার্যক্রমের মূল্যায়ন, ট্রেনিং এর মানোন্নয়নে করনীয় বিষয়ে ভূমিকা রাখা, National Strategic Plan, ২০২১ এ বর্ণিত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রনয়ণ, ট্রেনারদের ব্যক্তিগত মনোন্নয়নের বিষয়ে করনীয় সম্পর্কে ধারনা লাভ, ট্রেনিং ম্যানুয়েল এর প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধনের সুপারিশ প্রনয়ণ। বিগত ১৭তম আঞ্চলিক ট্রেনার্স কনফারেন্সের সুপারিশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন কে এম সাইদুজ্জামান। কোর্স আয়োজন ও বাস্তবায়নে কোর্স লিডারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)। কোর্স শুরুর পূর্বে, কোর্স চলাকালীন এবং কোর্স পরবর্তী কোর্স লিডারের ভূমিকা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন জনাব জামিল আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস কোর্স রিপোর্ট সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করেন এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। কোর্স রিপোর্ট ও গোপন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে গ্রুপ ভিত্তিক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য আহবান করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কাউটার জামিল আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), স্কাউটার আমিমূল এহসান খান পারভেজ, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), স্কাউটার এ বি এম ইমরান, জাতীয় উপ কমিশনার (সংগঠন)। ওয়ার্কশপে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব কে এম সাইদুজ্জামান, আঞ্চলিক পরিচালক, ঢাকা অঞ্চল। ওয়ার্কশপ পরিচালকের বক্তব্য রাখেন জনাব উত্তম কুমার হাজরা,আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ), ঢাকা অঞ্চল। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব জামিল আহমেদ এলটি, জাতীয় উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস; জনাব মোঃ আমিমুল এহসান খান পারভেজ, ভারপ্রাপ্ত জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব মোয়াজ্জেম হোসন ভূইয়া, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। লিডার ট্রেনার ও সহকারী লিডারগনের সম্মানীয় দায়িত্ব পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণদের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময়ে ০৯ জন লিডার ট্রেনার ও ২০ জন সহকারী লিডার ট্রেনার অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময়ে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব উত্তম কুমার হাজরা, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ) এবং আঞ্চলিক পরিচালক জনাব কে এম সাইদুজ্জামান এলটি। মতবিনিময়ে ট্রেনারদের বিগত বছরের প্রশিক্ষণ কোর্সের সহায়তাদান পর্যালোচনা করা হয় এবং আইটি বিষয়ের উপর দক্ষতা যাচাই করা হয়। অতঃপর ট্রেনার্স কনফারেন্স পরিচালক প্রতিজ্ঞা পুনঃপাঠ করানোর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেনার্স কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

ঢাকা আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ২১তম আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ ০৯-১১ মে, ২০১৭ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুক্তাগাছায় অনুষ্ঠিত হয়।

০৯ মে, ২০১৬ তারিখ রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর অংশগ্রহনকারীগণকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ বি এম ইমরান, জাতীয় উপ কমিশনার (সংগঠন), বিশেষ অতিথি স্কাউটার আমিমূল এহসান খান পারভেজ, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)। প্রার্থনা সঙ্গীত পরিবেশন ও ব্যক্তি পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে ওয়ার্কশপের কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব কে এম সাইদুজ্জামান, আঞ্চলিক পরিচালক, ঢাকা অঞ্চল। ওয়ার্কশপ পরিচালকের বক্তব্য রাখেন জনাব উত্তম কুমার হাজরা,আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ) ঢাকা অঞ্চল। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোয়াজ্জেম হোসন ভূইয়া, সম্পাদক, ঢাকা অঞ্চল।

ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা

করেন জনাব উত্তম কুমার হাজরা, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ), ঢাকা অঞ্চল। বিগত ২০তম আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের সুপারিশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন কে এম সাইদুজ্জামান। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জেলা ভিত্তিক প্রোগ্রাম, প্রশিক্ষণ, সংগঠন, সমাজ উন্নয়ন, গার্ল ইন স্কাউটিং ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ জেলার স্কাউটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিস্থিতি উপস্থাপন করেন।

১০ মে, ২০১৬ জেলা ভিত্তিক শাপলা কাব ও পিএস অ্যাওয়ার্ড অর্জনের তথ্য উপস্থাপন এবং সকল জেলায় শাপলা কাব ও পিএস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির টার্গেট নির্ধারন বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়। অধিক হারে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির জন্য ইউনিটে নিয়মিত প্যাক/ট্রুপ মিটিং আয়োজন করা এবং প্রতি জেলায় ষষ্ঠক নেতা কোর্স, ব্যাজ কোর্স, উপদল নেতা কোর্স, ডে ক্যাম্প ইত্যাদি আয়োজনের সুপারিশ করা হয়। জেলা ভিত্তিক সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জনের তথ্য উপস্থাপন এবং সকল জেলায় সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির টার্গেট নির্ধারণ, সিডি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির কৌশল ও ব্যাজ অর্জন বিষয়ে তথ্য মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে "সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি তরান্বিত করার কৌশল" বিষয়ে গ্রুপ আলোচনা দেওয়া হয়। জেলা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও দল গঠনের তথ্য উপস্থাপন এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের দ্বারা নতুন দল গঠন করার সমস্যা চিহ্নিতকরন ও তা তরান্বিত করার কৌশল নির্ধারন বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়। অধিক হারে দল গঠন করার কৌশল বিষয়ে বিভিন্ন জেলার সম্পাদক/ প্রতিনিধিগণ মতামত প্রদান করেন। এক্ষেত্রে প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগনের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের দ্বারা নতুন দল গঠন নিশ্চিত করার প্রস্তাব রাখা হয়। সকাল ১১.৩০ মিনিটে স্ট্রাটেজিক প্লান ২০২১ উপস্থাপন, ২০২১ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জেলা স্কাউটস এর ও গ্রোথ প্লান উপস্থাপন সেশনটি পরিচালনা করা হয়। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর বর্তমান সদস্য সংখ্য ১৪ লক্ষ থেকে ২১ লক্ষে উন্নীত করার জন্য প্রতি জেলায় নতুন স্কাউট দল, কাব দল গঠনের পরামর্শ প্রদান করেন। দুপুর ২.৩০ মিনিটে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে গার্ল ইন স্কাউটিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের কৌশল নির্ধারন সেশনটি পরিচালনা করেন আঞ্চলিক উপ কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং) জনাব মো: কুতুব উদ্দিন, এলটি। গ্রুপ আলোচনা মাধ্যমে গার্ল ইন স্কাউটিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের সমস্যা চিহ্নিত করন এবং তা সমাধানের কৌশল নির্ধারন করে গ্রুপ ভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়। ২০১৭-২০১৮ সালের খসড়া প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার, প্রোগ্রাম ক্যালেন্ডার, সংগঠন, সমাজ উন্নয়ন, গার্ল ইন স্কাউটিং, এক্সটেনশন স্কাউটিং, স্পেশাল ইভেন্টস, গবেষণা মূল্যায়ন বিভাগের ক্যালেন্ডার উপস্থাপন করা হয়। সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক ওয়ার্কশপের সুপারিশমালা উপস্থাপন করলে সুপারিশমালা ও ওয়ার্কশপ ঘোষণা চূড়ান্ত করা হয়।

স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, সরিষাবাড়ী উপজেলা ব্যবস্থাপনায় ৫৩৬তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স ২২ মে তারিখে সরিষাবাড়ী আর ডি এম উচ্চ বিদ্যালয়, সরিষাবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরিষাবাড়ীর সহকারী কমিশনার(ভূমি) জনাব মোহম্মদ ফিরোজ আল মামুন, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিদ্যালয়ের গ্রুপ সভাপতি জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কোর্স লিডার জনাব মো: আবুল হোসেন, এএলটি এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শেফালী খাতুন। উদ্বোধনী ইয়েল প্রদান করেন জনাব মো: জিয়াউল হক।

৫৩৬তম কোর্সের কোর্স লিডার হিসেবে স্কাউটার মো: আবুল হোসেন, এএলটি, প্রশিক্ষক হিসেবে স্কাউটার মোঃ হামজার রহমান শামীম, উডব্যাজার (সিএএলটি সম্পন্নকারী), স্কাউটার জিয়াউল হক উডব্যাজার (সিএএলটি সম্পন্নকারী), স্কাউটার নাজমুন নাহার, উডব্যাজার দায়িত্ব পালন করেন। কোর্সটিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৩২ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন।

সকালে সকল অংশগ্রহণকারীর রেজিস্ট্রেশন করে গ্রুপ বন্টন করা হয়। অংশগ্রহণকারীগণ নিজ নিজ গ্রুপের নামকরন করেন। অঞ্চল থেকে প্রদত্ত কোর্সের শিডিউল অনুযায়ী কোর্স পরিচালিত হয়। কোর্স লিডার ও প্রশিক্ষক কর্তৃক অংশগ্রহণকারীর মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর

জেলা মাল্টিপারপার্স ওয়ার্কশপ

২১ এপ্রিল ২০১৭ বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন জেলার ১৫তম মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। স্কাউটার মোরশেদুল আলমের সঞ্চালনায় ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেট্রো কমিশনার মমতাজ উদ্দিন তালুকদার, সাবেক আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ) আবদুস সাত্তার, প্রধান অতিথি, ওয়ার্কশপ পরিচালক হিসেবে জাকের আহমদ, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ) খায়রুজ্জামান চৌধুরী, পর্যবেক্ষক হিসেবে প্রফেসর ছালেহ আহমদ পাটোয়ারী, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন জেলা স্কাউটস সম্পাদক সামছুল ইসলাম।

ওয়ার্কশপে ২০১৬-২০১৭ সালের বাস্তবায়িত কার্যক্রম উপস্থাপন করেন মেট্রো সম্পাদক সামছুল ইসলাম।

অংশগ্রহণকারীগণ বাঘ, সিংহ, কবুতর ও দোয়েল ০৪টি উপদলে বিভক্ত হয়ে ২০১৭-২০১৮ সালের জন্য সংগঠন, প্রোগ্রাম, প্রশিক্ষণ, সমাজ উন্নয়ন এবং বিশেষ কার্যক্রমের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করেন এবং উপদল ভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়।

ওয়ার্কশপে বক্তারা বলেন- "স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক নির্ধারিত উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও পদ্ধতিতে পরিচালিত শিশু, কিশোর ও যুবকদের জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক আন্দোলন হচ্ছে স্কাউটিং যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত। স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল- ছেলেমেয়েদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক দিক গুলোর পরিপূর্ণ অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকাশে অবদান রাখা, যাতে করে তারা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি, দায়িত্বশীল নাগরিক এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে জীবনযাপন করতে পারে। স্কাউট বয়সী বালক-বালিকাদের সৎযোগ্য সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই স্কাউট আন্দোলনের মূল্য লক্ষ্য।"

■ খবর প্রেরক: মোহাম্মদ মোরশেদুল আলম
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন জেলা

"সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্কাউট আন্দোলন ছড়িতে দিতে হবে"

– জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম জেলা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন জেলার উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন এর বিদায় উপলক্ষে আয়োজিত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মাসুকুর রহমান সিকদার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), চট্টগ্রাম ও কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম জেলা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব খোরশেদ আলম, উপ সচিব ও উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার, চট্টগ্রাম, মমিনুর রশিদ, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম, আবদুল জলিল, অতিরিক্তি জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), চট্টগ্রাম এবং ফরিদ উদ্দিন, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস।

১০ মে, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সংবর্ধিত অতিথি জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন বলেন স্কাউটিং যুব সমাজকে আত্মপ্রত্যয়ী ও দেশ প্রেমিক হওয়ার শিক্ষা দেয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি অবসর সময়ে স্কাউটিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে যুববয়সীরা জীবনমুখী শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তিনি আরো বলেন যুব বয়সীদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৎ চরিত্রবান ও আর্দশ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস কাজ করে যাচ্ছে।

২০২১ সালে ২১ লক্ষ স্কাউট তৈরির জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস কাজ করে যাচ্ছে। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের এ আন্দোলনে আরও বেশী সম্পৃক্ত করতে হবে। আমাদের দেশে সাধারণত স্কুল ভিত্তিক স্কাউট আন্দোলন পরিচালিত হয়। পাশাপাশি পাড়া মহল্লায় মুক্ত দল গঠনের মাধ্যমে স্কাউট আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। স্কাউট আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ জাকির হোসেন এলটি, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম অঞ্চল। এ আন্দোলনকে সচল করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। সংবর্ধিত অতিথির উত্তরোত্তর সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে অনুষ্ঠান আয়োজনে সকলের সম্পৃক্ততার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম জেলা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন জেলার উদ্যোগে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী মহোদয়ের সাথে স্কাউট নেতৃ বৃন্দের পরিচিতি ও স্কাউটিং সম্প্রসারণ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন- ২৬ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে একাদশ জাতীয় রোভার মুটে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে ''প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তত: দুটি করে কাব স্কাউট দল, দুটি স্কাউট দল ও দুটি রোভার স্কাউট দল চালুকরণ ও ছেলেদের পাশাপাশি স্কাউটিং কার্যক্রমে মেয়েদের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মেয়েদের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত গার্ল ইন স্কাউট ইউনিট গঠনের আহ্বান জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক উপ পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আজিজ উদ্দিন মহোদয়।

সহকারী পরিচালক জনাব এ কে এম আশিকুজ্জামান এর সঞ্চালনায় পরিচিতি সভায় বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম জেলা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন জেলার সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী মহোদয়কে বরণ করে নেওয়া হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পাদক জনাব মোঃ জাকির হোসেন এলটি।

চতুর্থ কুমিল্লা জেলা স্কাউট সমাবেশ

কুমিল্লা জেলা স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লালমাই -এ "রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ণে আমরা" এই থীম সামনে রেখে ৪র্থ কুমিল্লা জেলা স্কাউট সমাবেশ জেলা প্রশাসক ও জেলা স্কাউটের সভাপতি মোঃ জাহাংগীর আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) বাংলাদেশ স্কাউটস ও স্থানীয় সরকার বিভাগরে অতিরিক্ত সচিব আখতারুজ জামান খান কবির, বিশেষ অতিথি স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মুহম্মদ গোলামুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) শরীফ নজরুল ইসলাম ও কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা নির্বাহী অফিসার রূপালী মন্ডল। জেলা স্কাউট এর সম্পাদক মোঃ আবদুল আউয়াল ভূঁইয়ার, পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা অঞ্চলের উপ-পরিচালক ফারুক আহাম্মদ, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জেলা স্কাউটসের কমিশনার এ সমাবেশ প্রধান এ.কে.এম জাহাঙ্গীর আলম, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন-স্কাউটিং একটি শিক্ষামূলক যুব আন্দোলন। এই আন্দোলনের সম্পৃক্ত হয়ে সফল মানুষের পাশাপাশি ভাল মানুষ হওয়া যায়। জেলা স্কাউট সমাবেশ এর ৪টি সাবক্যাম্প পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও গোমতী। ৫ দিনব্যাপী সমাবেশে স্কাউটরা ভোরের পাখি, তাঁবু কলা, অনুমান, সাধারণ জ্ঞান, খেলাধূলা, তাঁবুজলসা, ডিসপ্লে, পাইওনিয়ারিং তথ্য প্রযুক্তি, হাইকিং ও প্রাথ মিক প্রতিবিধান চ্যালেঞ্জ অংশগ্রহণ করে। সমাবেশে কুমিল্লা জেলার ১৫টি উপজেলা থেকে ১০৫টি প্রতিষ্ঠানের স্কাউট, গার্ল-ইন স্কাউট, ইউনিট লিডারসহ ১২ শতাধিক এর অধিক স্কাউট ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে।

১১তম লক্ষ্মীপুর জেলা স্কাউট সমাবেশ

২০ থেকে ২৪ এপ্রিল ২০১৭ লক্ষ্মীপুর আদর্শ সামাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঁচদিনব্যাপী ১১তম জেলা স্কাউট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শান্তির পায়রা উড়িয়ে জেলা স্কাউটসের সভাপতি এবং লক্ষ্মীপুর জেলার জেলা প্রশাসক মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কবির আহাম্মদ, কমিশনার জেলা স্কাউটস, লক্ষ্মীপুর। সমাবেশে ৬৭টি দল অংশগ্রহণ করে। ৮টি মেয়ে দল এবং ৫৯টি ছেলে দল। কর্মকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আন্তরিকতার কারণে সমাবেশের সুন্দর সমাপ্তি হয়। সমাবেশের প্রোগ্রাম চীফ এর দায়িত্ব পালন করেন জেলা স্কাউটস লিডার জনাব মোঃ নুর হোসেন। মহাতাঁবু জলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী জেলা প্রশাসক, লক্ষ্মীপুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে জনাব শেখ মুর্শিদুল ইসলাম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার লক্ষ্মীপুর সদর।

বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষা ক্যাম্প

১৭ থেকে ১৮ মে ২০১৭ তিন দিনব্যাপী তাঁবুবাস ও দীক্ষা ক্যাম্প ক্যাম্পে ৫৫ জন নবাগত স্কাউটদের দীক্ষা প্রদান করা হয়। মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার পৃথিমপাশা ইউনিয়নের সদপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লংলা শতাব্দী রেলওয়ে মুক্ত স্কাউট গ্রুপের তিনব্যাপী বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষা ক্যাম্পের অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মৌলভীবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রওশনোজ্জামান সিদ্দিকী। তিনি বক্তব্যে বলেন, জঙ্গিবাদ ও মাদকাসকক্তিসহ সমাজের সকল অনৈতিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে স্কাউটসদের এগিয়ে আসতে হবে। আরো বলেন, অন্য যা কিছু করো না কেন তোমাদের সু-শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। পিতা-মাতা ও বড়দের সম্মান করে লেখা-পড়ার পাশাপাশি স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। তোমরা সু-শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন করা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে শতাব্দী মুক্ত স্কাউট গ্রুপের সভাপতি মাসুদ রানা আব্বাছের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট রেলওয়ে জেলার সম্পাদক আনিছুর রহমান সরকার এহিয়া, পৃথিমপাশা ইউপি চেয়ারম্যান নবাব আলী বাকর খান, কর্মধা ইউপি চেয়ারম্যান এম এ রহমান আতিক, রবিবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান, সিলেট রেলওয়ে মুক্ত স্কাউট গ্রুপের গার্ল ইন স্কাউট লিডার শম্পা রায়, সদপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সামছুন নাহার, সহকারী শিক্ষক নুরুল ইসলাম ফয়েজ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্কাউট লিডার মিজান রহমান এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলমগির সিদ্দিকী, আরিফ আহমদ আসিফ, সামি আল রাজি, শরিফ আহমদ আরো অনেকে।

ড্যাফোডিল এয়ার রোভারের বার্ষিক ও ৬ষ্ঠ দীক্ষা ক্যাম্প

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্থায়ী ক্যাম্পাস আশুলিয়া সাভারে ২৪ মে, ২০১৭ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপের বার্ষিক ও ৬ষ্ঠ দীক্ষা ক্যাম্প। তিনদিন ব্যাপী এই ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন ঢাকা জেলা রোভার স্কাউটের কমিশনার প্রফেসর এনামুল হক খান।

ড্যাফেডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপের কোষাধ্যক্ষ মো. আনোয়ার হাবিব কাজলের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ক্যাম্প চীফ ও গার্লস ইন রোভার ইউনিটের আর এস এল ফারহানা রহমান সেতু, আর এস এল সাইফুল ইসলাম খান ও প্রোগ্রাম চীফ এস এম সালাউদ্দিন মোরসালিন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, দীক্ষা প্রদান অনুষ্ঠান স্কাউটদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। এ ধরনের প্রশিক্ষণ তাদের আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পরিশীলিত হয়ে মনে প্রাণে স্কাউট আন্দোলনে উজ্জীবিত হতে সহায়তা করে। তিনি রোভারদের বিপি'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সবার বাসযোগ্য একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি সাম্প্রতিক সময়ে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এয়ার রোভার ইউনিটের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আরো বলেন, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি রোভার স্কাউট আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে যা বাংলাদেশের অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য অনুকরণীয় হবে।

সভাপতির বক্তব্যে মো. অনোয়ার হাবিব কাজল বলেন, এ ধরনের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা স্কাউটদের মধ্যে গভীর মিথস্ক্রিয়তা তৈরীর পাশাপাশি তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, উচুঁ নৈতিক মান ও উন্নত চরিত্র গঠনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করতে পারে। এই বার্ষিক ক্যাম্পে ৪০ জন রোভার ও ১০ জন গার্লস ইন রোভার ও ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক রোভার অংশগ্রহণ করে।

তাঁবুজলসা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জামিল আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ)। আরোও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান, জাতীয় উপ কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্সেস), ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শাহ আলম, সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস এয়ার অঞ্চল, জনাব নীল বালবা, আন্তর্জাতিক অভিপ্রায় স্পিকার, ফিলিপাইন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ নাজমুল হাছান
রোভার, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

রংপুরে ৪৯তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলার ব্যাবস্থাপনায় ১৯ থেকে ২৩ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত রংপুর উচ্চ বিদ্যালয় রংপুর এ অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪৯তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স। ১৯ এপ্রিল সকাল ৯.০০ এর মধ্যে কোর্স ভেন্যুতে অংশগ্রহণকারী সকল প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত হয়। সকাল ১০টায় উক্ত কোর্স এর উদ্বোধন করেন মোছাঃ সুলতানা পারভিন, উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার, রংপুর জেলা প্রশাসন। এবারের কোর্সে ৪০ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করেন। ৪৯তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সের কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মোঃ মাহাবুবুল আলম প্রামাণিক (এলটি) এবং প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন স্কাউটার মোঃ সিদ্দিকুর রহমান (এলটি) নিবাহী কমিটির সদস্য বাংলাদেশ স্কাউটস, স্কাউটার আলেয়া খাতুন (এলটি), স্কাউটার আব্দুর রহিম (উডব্যাজার), স্কাউটার আব্দুল মোন্নাফ (সিএলটি), মোছাঃ সুলতানা পারভিন (উডব্যাজার), মো: রফিকুল হক বাবু (উডব্যাজার), মোঃ আবু সাঈদ (সিএলটি) সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউট রংপুর জোন, মোঃ সামছুল আলম, মোঃ মোজ্জামেল হক। ১৯ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল ভোর থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কোর্স ভেন্যুতে প্রশিক্ষণার্থী ও কর্মকর্তাগণের পদচারনায় মুখরিত ছিল। প্রোগ্রাম সূচি অনুযায়ি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জাগরণ, বিপি পিটি, তাঁবু পরিদর্শন, পতাকা উত্তোলন, স্কাউটিং বিষয়ক সেশন, পতাকা নামানো এছাড়াও স্কাউটস ওন, হাইকিং, পাইওনিয়ারিং, এবং দীক্ষা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, এবারের কোর্সে রংপুর জেলার কয়েক জন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা এই কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ২৩ এপ্রিল সকল প্রশিক্ষনার্থীকে দীক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও বিশ্ব স্কাউটের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ২৩ এপ্রিল রাত ৭.৩০টায় অনুষ্ঠিত হয় স্কাউটদের মজার ও আনন্দের অনুষ্ঠান 'মহা তাবু জলসা'। মোঃ আবুল মুযন আজাদ প্রধান শিক্ষক রংপুর উচ্চ বিদ্যালয় এর সভাপতিত্বে মহাতাঁবু জলসায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোস্তাক হাবিব-কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউট স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চল, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সহ জেলা স্কাউট রংপুর এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্টান বক্তব্য রাখেন মোঃ মাহাবুবুল আলম প্রামাণিক, মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, আবু সাঈদ পরে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে রংপুর জেলা স্কাউটের সাফল্যের কথা তুলে ধরে কোর্স পরিচালনাকারি কোর্স লিডার ও প্রশিক্ষকবৃন্দদের ভূয়সী প্রসংশা করে উপস্থিত সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে স্কাউটিং কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য দিক নির্দেশনা মুলক বক্তব্য রাখেন। পরে মশাল দিয়ে আগুন প্রজ্জলনের মাধ্যমে উক্ত তাঁবু জলসার উদ্বোধন করেন। এ সময় সকলে এক কণ্ঠে গেয়ে উঠেন ক্যাম্পফায়ার সংগীত 'ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার, আজ আমাদের ক্যাম্পফায়ার'। পরে আগত অতিথিবৃন্দ দর্শক সারিতে আসন গ্রহন করেন। তাঁবু জলসায় কোর্স অংশগ্রহণকারি প্রশিক্ষনার্থীবৃন্দ ও রোভাররা উপদল ভিত্তিক নাটক, গান, মুখাভিনয়, কৌতুক, জারি গান, নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান শেষে এক ভোজের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেয় সকল প্রশিক্ষণার্থী সহ আগত অতিথিবৃন্দ। সনদ পত্র বিতরণ এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জীবনকে স্কাউটিং এর আলোয় আলোকিত করে সমস্ত প্রকার অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত রেখে সুষ্ঠ সুন্দর ও সু-শৃঙ্খলভাবে ইউনিট পরিচালনা করার প্রশিক্ষণার্থীদের এমন প্রত্যাশায় ১৯ থেকে ২৩ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৫ দিনব্যাপি ৪৯তম ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স রংপুর এর সমাপ্ত ঘটে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন
রংপুর

সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটস এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটস এর আয়োজনে স্কাউটিং বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩ এপ্রিল সোমবার সকালে জেলা শিক্ষা অফিসের যমুনা সম্মেলন কক্ষে দিন ব্যাপি এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটস এর সহ সভাপতি ও সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ কামরুল হাসান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজিপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এলিজা সুলতানা, জেলা স্কাউটস এর সম্পাদক সরকার ছানোয়ার হোসেন এলটি, সহসভাপতি আবু তাহের মিয়া এলটি, স্কাউটস'র সিরাজগঞ্জ -পাবনা অঞ্চলের সহকারি পরিচালক রাসেল আহমেদ।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ শফিউল্লাহ। সভায় জেলার প্রতিটি উপজেলার মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার,স্কাউটস এর কমিশনার ও সম্পাদকবৃন্দ অংশ গ্রহন করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হোসেন আলী ছোট্ট
অগ্রদূত সংবাদদাতা

৩য় গ্রুপ ক্যাম্প ও ৬ষ্ঠ দীক্ষানুষ্ঠান

রোভার স্কাউটদের মূল মন্ত্র 'সেবা'। এই সেবার ও দেশাত্মবোধক তথা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে পরিচালিত হচ্ছে একাত্তর মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ। নামের সাথে সাথেই এর সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। ১৯ ও ২০ মে, ২০১৭ তারিখে ৩য় গ্রুপ ক্যাম্প ও ৬ষ্ঠ দীক্ষানুষ্ঠান' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রুপ সভাপতি প্রফেসর ড. নিজামউদ্দিন আহমেদ, রোভার স্কাউট লিডারবৃন্দ ও রোভার স্কাউটদের উপস্থিতিতে 'বনিকা', কড়ইচালা, ফুলবাড়িয়া, গাজিপুরে সম্পন্ন হয়। গ্রুপ ক্যাম্প উদ্বোধন করেন গ্রুপ সভাপতি অধ্যাপক ড. নিজামউদ্দিন আহমেদ। ১৯ মে পড়ন্ত বিকেলে। এরপরেই তারুণ্যের উদ্দীপনার সাথে শুরু হয়ে যায় রোভারদের সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়া। ভোরবেলায় বিপি পিটি থেকে শুরু করে তারা উপদল পদ্ধতিতে তাঁবু সজ্জার কাজ, বিশেষ ক্রু মিটিং, রোভার ক্রু-ইন কাউন্সিল মিটিং শেষে হাতে হাত মিলিয়ে রান্না করা, হাইকিং -যাকে বলা হয় ক্যাম্প এর মূল আকর্ষণ, এসকল কাজ সমাধা করে। হাইক করতে করতে ফার্স্ট এইডের ব্যবহার, অনুমান, বনকলার মতন প্রতিযোগিতামূলক বিষয় যেন হাইককে আরও প্রাণবন্ত করে তুলে। সর্বশেষে দীক্ষাপ্রার্থীদের আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে দীক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় উক্ত গ্রুপ ক্যাম্প ও দীক্ষানুষ্ঠান।

কিশোরগঞ্জে ২৭৯তম রোভার স্কাউটস বেসিক কোর্স

কিশোরগঞ্জ জেলা রোভার স্কাউটসের আয়োজনে ৫ দিনব্যাপি রোভার স্কাউটস ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স সমাপ্তি হয়েছে। বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্টেডিয়ামে গত ১৭ মে ২৭৯ তম এ কোর্সের উদ্বোধন করেন গুরুদয়াল সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রাম চন্দ্র রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোর্স লিডার কিশোরগঞ্জ জেলা রোভার স্কাউটসের কমিশনার স্কাউটিংয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ইলিশ প্রাপ্ত প্রফেসর রবীন্দ্র নাথ চৌধুরী এলটি। এতে বক্তৃতা করেন, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কামরুন্নাহার লুনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার স্কাউটসের কমিশনার প্রশিক্ষক প্রফেসর মুখলেছুর রহমান এলটি, নারী নেত্রী অধ্যক্ষ গুলশান আরা বেগম, জেলা রোভার স্কাউটস সম্পাদক শফিকুল ইসলাম। যুগ্ম-সম্পাদক সালমা হক প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় ছিলেন প্রশিক্ষক মোঃ কামরুল আহসান। কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় করেন ঈশাখাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভিসি সুলতান উদ্দিন ভূইয়া। গুরুদয়াল সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর আরজ আলী এসময় উপস্থিত ছিলেন। পরে তারা কোর্সে অংশগ্রহণ কারীদের মধ্যে টি শার্ট (গেঞ্জি) বিতরণ করেন। এছাড়াও প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের সাথে পৃথক মতবিনিময় করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি গোলাম মোহাম্মদ ভূইয়া,কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মাহমুদ পারভেজ। কোর্স সমাপনিতে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) উপসচিব তরফদার মোঃ আক্তার জামিল। হিন্দু বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি রিপন রায় লিপু,খালিয়াজুড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার তোফায়েল আহম্মেদ, হোসেনপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ওয়াহিদুজ্জামান এ সময় উপস্থিত ছিলেন। ৫ দিন ৫ রাতের এই আবাশিক ক্যাম্পে বিভিন্ন কলেজ থেকে ৩৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন।

■ খবর প্রেরক: আব্দুল আউয়াল
সহকারী কমিশনার, কিশোরগঞ্জ জেলা স্কাউটস

রোভার স্কাউট গ্রুপ এর ২৬তম বাৎসরিক হাইকিং

১ মে ২০১৭ বাংলাদেশ স্কাউটস, রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, রোভার স্কাউট গ্রুপ এর ২৬তম বাৎসরিক হাইকিং ২০১৭। রোভার স্কাউট লিডার মহাদেব কুমার গুন এর নেতৃত্বে সকাল ৮:৩০টায় উক্ত হাইকিং এর যাত্রার উদ্বোধন করেন সৈয়দ নুরন্নবী অধ্যক্ষ রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। উদ্বোধনে প্রধান অতিথি প্রতিষ্ঠানের রোভার স্কাউট ও গার্ল-ইন-রোভার স্কাউটদের সাফল্য কামনা করে দিক নির্দেশনা মুলক বক্তব্য রাখেন। পরে সকাল ৯টায় উপদল ভিত্তিক অজানার উদ্দেশ্যে হাইকিং এর যাত্রা শুরু করে অদম্য রোভার স্কাউটবৃন্দরা।

এবারের ২৬তম হাইকিং পরিচালিত হয় ভিন্নমাত্রায়। কম্পাস, ছন্দমালায় দিক নির্দেশনা, অনুস্মারক চিহ্ন এবং কোড সাইফার এর সাথে ডিজিটাল পদ্ধিতি কিউ আরকোড এর মাধ্যমে ১২ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠানের অদম্য রোভার স্কাউটবৃন্দরা। ১২ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম শেষে নিরাপদে রোভার সদস্যরা পৌঁছায় অজানার সেই গন্তব্য স্থান, 'একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন এটি আই তাজহাট রংপুরে'। পরে মধ্যাহ্ন ভোজে অংশ গ্রহণের পর কতৃপক্ষের নিকট উপদল ভিত্তিক হাইক রিপোর্ট পেশ করে।

হাইক রিপোর্ট পেশ শেষে সমাজ উন্নয়নে জনসচেতনা মুলক কাজে অংশগ্রহন করে রোভার স্কাউট ও গার্ল-ইন-রোভার স্কাউট সদস্যরা ।

বেলা ৫টায় বাড়ি ফেরার পূর্বে নাচ, গান অভিনয় এবং বিনোদনমূলক আয়োজনের মধ্য দিয়ে উক্ত পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ ২৬তম বাৎসরিক হাইকিং এর সমাপ্তি ঘটে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

স্কাউট সুরাইয়া পারভিন
রাজশাহী অঞ্চল

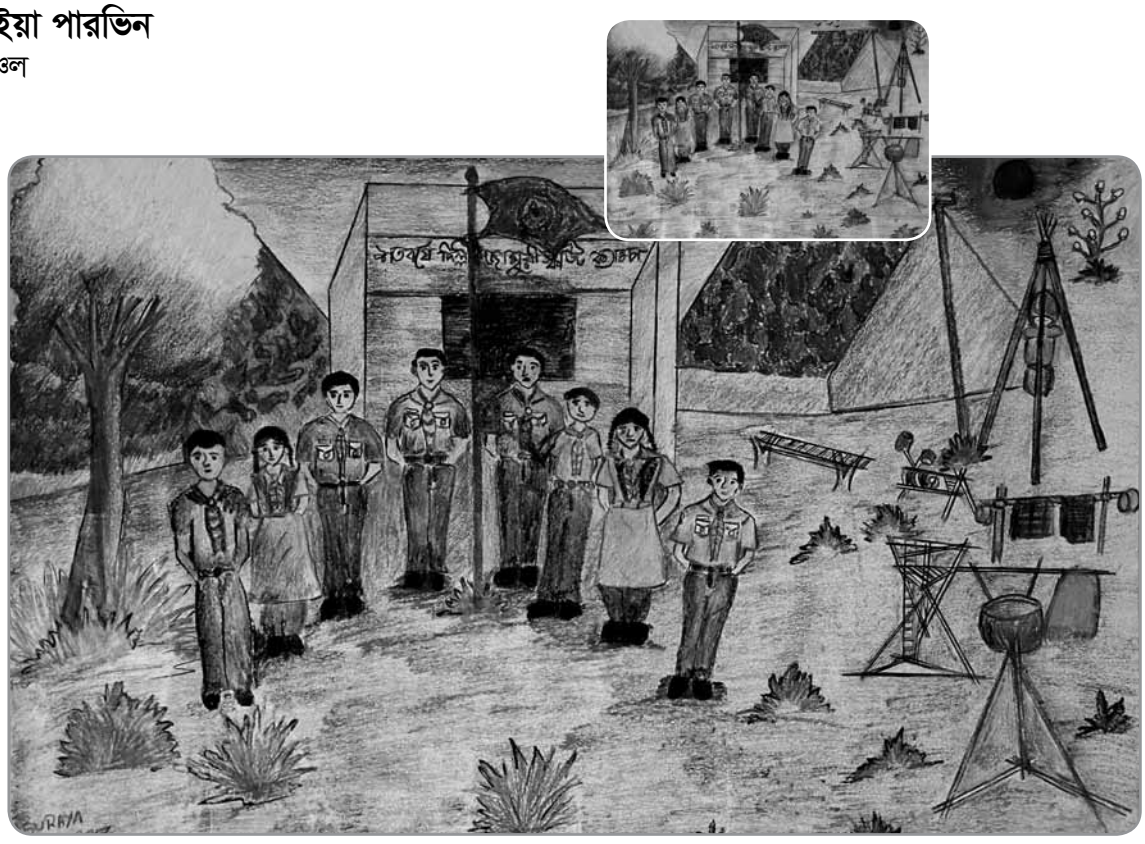

স্কাউট সানজিদা
সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলা

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"

* **স্থাপিত ক্ষমতা :** ১৪৮০ মেগাওয়াট
* **বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা :** ১৪০১ মেগাওয়াট
* **চলমান ইউনিট সমূহ :** মোট ১০টি
  (স্টীম টারবাইন-৫টি, গ্যাস টারবাইন-১টি
  গ্যাস ইঞ্জিন-১টি, সিসিপিপি-২টি মডিউলার-১টি)

চলমান প্রকল্প সমূহ

* আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (নর্থ)
* আশুগঞ্জ ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (ইস্ট)

আসন্ন প্রকল্প সমূহ

* পটুয়াখালী ৬২০x২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট
* আশুগঞ্জ ৮০ মেঃওঃ সোলার গ্রীড টাইড পাওয়ার প্ল্যান্ট

সাশ্রয়ী
বিদ্যুৎ
উৎপাদনে
অঙ্গীকারাবদ্ধ

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ

(বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান)

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০২, বাংলাদেশ
ফ্যাক্স : +৮৮-০৮৫২৮-৭৪০১৪, ৭৪০৪৪
E-mail : apscl@apscl.com, apsclbd@yahoo.com, Website : www.apscl.com

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 61, Issue 06, June-2017

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban
60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578